ত্রয়োদশ অধ্যায়
দারিদ্র বিমোচন

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন প্রয়াস চলিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। এ সব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন। এ সব পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের আয়-দারিদ্র এবং মানব-দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে মানব-দারিদ্র নিরসনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে (১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে ; (২) জনগণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে ; এবং (৩) প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রায় সার্বজনীন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৩ ও ২০০৪ সালে প্রকাশিত ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনদ্বয়ের তথ্যানুসারে পর পর দু'বার বাংলাদেশ মানব উন্নয়নসূচকের নিরিখে মধ্যম স্তরে উন্নীত হয়েছে। আয়-দারিদ্র হ্রাস করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ১৯৯৯-২০০৪ সময়কালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪ (Poverty Monitoring Survery 2004) অনুযায়ী আয়-দারিদ্রের হার হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জরিপে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake) পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৯ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৪৬.২ শতাংশ যা ২০০৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময়ে চরম দারিদ্রের (Hard-core poverty) ক্ষেত্রেও নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) অর্জনের নিমিত্তে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে সরকার দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগ, বিশেষত এনজিওদের তৎপরতায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে সরকার মৌল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র নিরসন কৌশল

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে তিন বছর মেয়াদী অন্তবর্তীকালীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় কৌশলপত্র (I-PRSP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরবর্তিতে Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction নামে কৌশলপত্রটি প্রনয়ণপূর্বক চূড়ান্তকরণের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী দেশের সাধারণ নাগরিকদের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন। দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে উল্লিখিত অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে চারটি কৌশলগত উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- দারিদ্র নিরসন সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ;
- দারিদ্র নিরসন সহায়ক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্তে গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ যথা-কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, পল্লী অবকাঠামো, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইত্যাদি খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ;
- কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ; এবং
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ।

এছাড়া দারিদ্র নিরসন**কল্পে নিম্নোক্ত চারটি সহায়ক কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছেঃ**

- সকল শ্রেণীর জনগণের অংশগ্রহণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা ;
- স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ত্বরান্বিত করা ;
- দরিদ্রদেরকে কার্যকর ও সুষ্ঠসেবা প্রদান করা ; এবং
- দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।

দারিদ্র পরিমাপ পদ্ধতি

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey বা HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালানো হয় ২০০০ সালে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের পূর্বে খানা জরিপে শুধু ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হত। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য-শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake বা FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake বা DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্রসীমা (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্রসীমা (Hard-core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মত ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs বা CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্রসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non-food) ভোগ্য পণ্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি চার বছরে একবার খানা জরিপ পরিচালনা করে বাংলাদেশে দারিদ্র পরিস্থিতি নির্ণয় করে থাকে। দারিদ্রাবস্থা বাৎসরিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণের জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ (Poverty Monitoring Survey বা PMS) চালু করা হয়। সর্বশেষ দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ মার্চ ২০০৪ সালে পরিচালিত হয়। এ জরিপে খাদ্য শক্তি গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। এ জরিপে শহর (Urban) এবং পল্লী (Rural) অঞ্চলের জন্য পৃথক দারিদ্রসীমা নিরূপণ করা হয়। খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ভোগ্যপণ্যের চাহিদার ভিত্তিতে শহর অঞ্চলের জন্য জনপ্রতি মাসিক মোট ব্যয় ৯০৫.৯০ টাকা এবং পল্লী অঞ্চলের জন্য মোট ব্যয় ৫৯৪.৬০ টাকা ধরে দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলতঃ দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪ এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০০৪ সালে বিবিএস পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপের ফলাফল (Household Income & Expenditure Survey-2004) প্রকাশিত না হওয়ায় PMS তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপের (PMS)-এর নমুনা আকার, ব্যপ্তি ও পুনরাবৃত্তি খানা জরিপের (HIES) -এর তুলনায় অনেক কম হওয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা সীমিত।

দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.১-এ শহর ও পল্লী অঞ্চলের জন্য আলাদা দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে জাতীয়,শহর এবং পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র প্রবণতা দেখানো হয়েছে। এই সারণিতে খাদ্য শক্তি গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হয়েছে। খাদ্য শক্তি গ্রহণ পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, মাথা গণনা হার (Head Count Ratio) অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র প্রবণতা ১৯৯৯ সালে ৪৪.৭ শতাংশ ছিল ২০০৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪২.১ শতাংশে। একই সময়ে শহর অঞ্চলে ৪৩.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৭.৯ শতাংশে এবং পল্লী অঞ্চলে ৪৪.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৩.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্রের হার অপেক্ষাকৃত দ্রুত হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে ১৯৯৯ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৪৬.২ শতাংশ যা ২০০৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময়ে শহর অঞ্চলে ৪৯.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৩.৬ শতাংশে এবং পল্লী অঞ্চলে ৪৫.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪০.১ শতাংশে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, পল্লী অঞ্চলের তুলনায় শহর অঞ্চলে দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা বেশী।

সারণি ১৩.১ ঃ খাদ্য শক্তি গ্রহণ (FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে তুলনামূলক দারিদ্র প্রবণতা

	খাদ্য শক্তি গ্রহণ পদ্ধতি	প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি

	মাথা গণনা হার (%)		মাথা গণনা হার (%)	
	১৯৯৯	২০০৪	১৯৯৯	২০০৪
জাতীয়	৪৪.৭	৪২.১	৪৬.২	৪০.৯
শহর	৪৩.৩	৩৭.৯	৪৯.৯	৪৩.৬
পল্লী	৪৪.৯	৪৩.৩	৪৫.৬	৪০.১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র (Hard-core Poverty) প্রবণতা

সারণি ১৩.২ এ দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালে চরম দারিদ্রের (১৮০৫ কিঃ ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণ) ক্ষেত্রেও দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৯ সালে জাতীয়, শহর ও পল্লী অঞ্চলে দারিদ্রের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৯ শতাংশ, ২৭.৩ শতাংশ ও ২৪.৫ শতাংশ ২০০৪ সালে যা হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১৮.৭ শতাংশ, ২০.৮ শতাংশ ও ১৮.২ শতাংশে উপনীত হয়।

সারণি ১৩.২ ঃ প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে চরম দারিদ্রের (Hard-core Poverty) প্রবণতা

	অঞ্চল	১৯৯৯	২০০৪
চরম দারিদ্র (≤১৮০৫ কিলো ক্যালরি, %)	জাতীয়	২৪.৯	১৮.৭
	শহর	২৭.৩	২০.৮
	পল্লী	২৪.৫	১৮.২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

দারিদ্র ব্যবধান ও বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap and Squared Poverty Gap)

দারিদ্র ব্যবধান সাধারণতঃ দারিদ্র রেখা থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির গড় দূরত্ব এবং দারিদ্রের গভীরতা পরিমাপ করে। পক্ষান্তরে, বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান মূলতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য প্রকাশ করে। সারণি ১৩.৩ এ দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৯ সালে দারিদ্র ব্যবধান ও বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান ছিল যথাক্রমে ১১.১ ও ৪.১ তা ২০০৪ সালে হ্রাস পেয়ে ১০.৯ ও ৩.৯ এ দাঁড়ায়। পল্লী অঞ্চলে একই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তবে শহর অঞ্চলে বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১৩.৩ ঃ ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের দারিদ্র ব্যবধান ও বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান

অঞ্চল	১৯৯৯		২০০৪	
	দারিদ্র ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান	দারিদ্র ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান
জাতীয়	১১.১	৪.১	১০.৯	৩.৯
শহর	১১.২	৪.২	১১.১	৪.৫
পল্লী	১১.১	৪.০	১০.৯	৩.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

বিভাগওয়ারী দারিদ্র পরিস্থিতি (মাথা গণনার হার)

সারণি ১৩.৪ এ দেখা যায় যে, রাজশাহী বিভাগে ২০০৪-এ দারিদ্রের হার ছিল ৬১.৬ শতাংশ যা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। সিলেট বিভাগে দারিদ্রের হার ২৮.৪ শতাংশ যা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে কম।

সারণি ১৩.৪ ঃ বিভাগ ওয়ারী দারিদ্র পরিস্থিতি (মাথা গণনার হার)

অঞ্চল/বিভাগ	মাথা গণনার হার (%)	দারিদ্র ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র ব্যবধান
জাতীয়	৪২.১	১০.৯	৩.৯
পল্লী	৪৩.৩	১০.৯	৩.৮
শহর	৩৭.৯	১১.১	৪.৫

বরিশাল	৩৯.৩	১১.১	৪.৩
চট্টগ্রাম	৩৬.৩	৮.১	২.৭
ঢাকা	৩৩.০	৭.৭	২.৬
খুলনা	৪৬.৪	১১.৫	৪.১
রাজশাহী	৬১.৬	১৮.১	৬.৯
সিলেট	২৮.৪	৮.০	২.৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৫ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১-২ থেকে ৭-৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১-২ এর মধ্যে দারিদ্র প্রবণতার হার সবচেয়ে কম ।

সারণি ১৩.৫ঃ পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

পরিবারের আকার	জাতীয়	শহর	পল্লী
সকল	৪২.১	৩৭.৯	৪৩.৩
১-২	২৬.৪	২১.৯	২৭.৭
৩-৪	৩৮.৭	৩০.৯	৪১.২
৫-৬	৪৫.৮	৪৪.৬	৪৬.১
৭-৮	৪৬.৩	৪২.৬	৪৭.১
৯-১০	৪০.৩	৪০.৪	৪০.৩
১১+	৩২.৫	৩০.৫	৩৩.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

ভূমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৬ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, দারিদ্র প্রবণতা এবং মালিকানাধীন জমির পরিমাণের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। জাতীয় পর্যায়ে ভূমিহীনদের মধ্যে উচ্চমাত্রার দারিদ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (৫১.৯৪ শতাংশ)। পক্ষান্তরে, বড় ভূমি মালিকদের (৫+ একর) ২০.০১ শতাংশ দরিদ্র। ভূমিহীনদের মধ্যে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্রের হার ৫৭.৮০ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম শহর অঞ্চলের অধিক ভূমির মালিকদের যা ৯.০১ শতাংশ।

সারণি ১৩.৬ঃ ভূমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা*

ভূমির মালিকানা	জাতীয়	শহর	পল্লী
ভূমিহীন	৫১.৯৪	৪৫.৫৩	৫৭.৮০
ছোট	৪৪.৬২	৩৮.৮৮	৪৫.৯৪
মাঝারি	২৭.৩৫	২১.৫৩	২৮.৩৬
বড়	২০.০১	৯.০১	২২.১১
মোট	৪২.১	৩৭.৯	৪৩.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪
*ছোট ≤ ১.৯৯ একর, মাঝারি ≤২.০-৪.৯৯ একর, বড় ৫+ একর।

আয়ের প্রধান উৎসের ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৭ এ আয়ের প্রধান উৎসের ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, কৃষি দিন মজুরের মধ্যে দারিদ্র প্রবণতা সবচেয়ে বেশী (৭১.৩৯ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম লক্ষ্য করা যায় বেতন ও মজুরির ক্ষেত্রে (১৯.৮৭ শতাংশ)। সবচেয়ে উচ্চ দারিদ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় শহর অঞ্চলের কৃষি দিন মজুরের ক্ষেত্রে (৭৯.১৩ শতাংশ) এবং সবচেয়ে নিম্ন দারিদ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় শহর অঞ্চলের বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য ভাড়ায় আয়ের উৎস ক্ষেত্রে (১০.২৩ শতাংশ)।

সারণি ১৩.৭ঃ আয়ের প্রধান উৎসের ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

আয়ের প্রধান উৎস	জাতীয়	শহর	পল্লী
বেতন ও মজুরি	১৯.৮৭	১৮.৭৬	২০.৮৪
কৃষি (স্বকর্মে নিয়োজিত)	৩৮.৭১	৪৮.৬৯	৩৮.১০
অ-কৃষি (স্বকর্মে নিয়োজিত)	৪০.৪১	৪০.৫৭	৪০.৩৫
দৈনিক কৃষি মজুরি	৭১.৩৯	৭৯.১৩	৭১.০৫
দৈনিক অ-কৃষি মজুরি	৫১.২৬	৫৮.৫৫	৪৮.১৭
পেনশন	২০.১৯	২৭.৪৫	১৭.৩২
বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য ভাড়া	২১.২৭	১০.২৩	২৮.০৩
অনুদান,দাতব্য এবং অন্যান্য	৩০.৩৫	২৭.২৭	৩০.৭৭
মোট	৪২.১	৩৭.৯	৪৩.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

মাথাপিছু মাসিক আয় ও ব্যয়

সারণি ১৩.৮ এ লক্ষ্য করা যায় যে, সকল পর্যায়েই মাথাপিছু আয় ক্রমবর্ধমান। মাথাপিছু মাসিক আয় পল্লী অঞ্চলের তুলনায় শহর অঞ্চলে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু আয় (সকল) ১৯৯৯ সালে ৯৪৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে ১১১৪ টাকায় উন্নীত হয় । দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই সময়ে তা ৬০২ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩১ টাকায় উন্নীত হয় এবং দরিদ্র-নয় (non-poor) জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে ১২২৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৬৬ টাকায় উন্নীত হয়। শহর অঞ্চলে ১৯৯৯ সালে সকল, দরিদ্র ও দরিদ্র-নয় জনগোষ্ঠির মাথাপিছু মাসিক আয় ছিল যথাক্রমে ১৬৭৮ টাকা, ৯০২ টাকা এবং ২২৭০ টাকা এবং ২০০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯২৩ টাকা, ৯২২ টাকা এবং ২৫৩২ টাকা। অন্যদিকে পল্লী অঞ্চলে ১৯৯৯ সালে সকল, দরিদ্র এবং দরিদ্র-নয় দের মাথাপিছু মাসিক আয় ছিল যথাক্রমে ৮৩৯ টাকা, ৫৫৯ টাকা এবং ১০৬৭ টাকা এবং একই সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৯৭ টাকা, ৫৬২ টাকা এবং ১১৫২ টাকা। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে সকল, দরিদ্র ও দরিদ্র-নয় জনগোষ্ঠির মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৮২৪ টাকা, ৪৪৬ টাকা এবং ১১২৮ টাকা এবং ২০০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৭৯ টাকা, ৪৮২ টাকা এবং ১৩৪১ টাকা। শহর অঞ্চলে একই সময়ে যথাক্রমে ১২৮৫ টাকা, ৬১৩ টাকা এবং ১৭৯৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২৭ টাকা, ৬৪১ টাকা এবং ২২২৮ টাকায় উন্নীত হয়। পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্র প্রতিফলিত হয়।

সারণি ১৩.৮ঃ মাথাপিছু মাসিক আয় ও ব্যয়

অঞ্চল	মাথাপিছু মাসিক আয়						মাথাপিছু মাসিক ব্যয়					
	১৯৯৯			২০০৪			১৯৯৯			২০০৪		
	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়
জাতীয়	৯৪৮	৬০২	১২২৮	১১১৪	৬৩১	১৪৬৬	৮২৪	৪৪৬	১১২৮	৯৭৯	৪৮২	১৩৪১
শহর	১৬৭৮	৯০২	২২৭০	১৯২৩	৯২২	২৫৩২	১২৮৫	৬১৩	১৭৯৮	১৬২৭	৬৪১	২২২৮
পল্লী	৮৩৯	৫৫৯	১০৬৭	৮৯৭	৫৬২	১১৫২	৭৫৫	৪২২	১০২৬	৮০৫	৪৪৫	১০৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

পেশা ভিত্তিক জনসংখ্যা বন্টন

সারণি ১৩.৯-এ জনসংখ্যার পেশা ভিত্তিক বন্টন দেখানো হয়েছে। ১৯৯৯ সালে নিজস্ব কৃষি জমির উপর নির্ভরশীল সকল, দরিদ্র এবং দরিদ্র-নয় জনসংখ্যা যথাক্রমে মোট জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ, ১১.৬ শতাংশ এবং ২৪.৩ শতাংশ ছিল, ২০০৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১২.০ শতাংশ, ৯.৪ শতাংশ এবং ১৩.৯ শতাংশে। একই সময়ে বর্গাকৃষক ছিল যথাক্রমে ২.৩ শতাংশ, ২.৫ শতাংশ এবং ২.২ শতাংশ এবং তা দাঁড়িয়েছে ৩.৫ শতাংশ, ৩.৭ শতাংশ এবং ৩.৪ শতাংশে। অকৃষি (সকল) খাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে ব্যবসা, শ্রম ও কারিগরি (কর্মকার, মৃৎশিল্পী, তাতী, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি) পেশায় ছিল যথাক্রমে ১২.৭ শতাংশ, ৮.০ শতাংশ ও ১.৯ শতাংশ এবং ২০০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৭ শতাংশ, ১৩.৪ শতাংশ ও ৪.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ১৩.৯ ঃ পেশা ভিত্তিক জনসংখ্যার বন্টন

পেশা	১৯৯৯			২০০৪		
	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়
কৃষি						
নিজস্ব কৃষি জমির মালিক	১৯.০	১১.৬	২৪.৩	১২.০	৯.৪	১৩.৯
নিজস্ব কৃষি ও বর্গা জমির মালিক	৫.৬	৫.১	৫.৯	৪.৫	৪.৩	৪.৭
বর্গা কৃষক	২.৩	২.৫	২.২	৩.৫	৩.৭	৩.৪
শ্রমিক	১৯.৫	২৯.৩	১২.৩	১৪.৫	২৩.২	৮.৫
অন্যান্য	৩.১	৩.৫	২.৯	১০.৬	১০.৮	১০.২
অকৃষি						
নির্বাহী/প্রশাসনিক	০.৯	০.১	১.৪	০.৮	০.১	১.৩
পেশাগত (উকিল, ডাক্তার, প্রকৌশলী)	০.৪	০.১	০.৬	০.৫	০.১	০.৭
শিক্ষকতা	১.৫	০.৬	২.১	২.২	০.৬	৩.৩
ব্যবসা	১২.৭	১০.০	১৪.৮	১৪.৭	৯.৭	১৮.২
শ্রম	৮.০	১০.৪	৬.৩	১৩.৪	১৩.৭	১৩.৩
কারিগরি	১.৯	২.০	১.৯	৪.৪	৫.০	৩.৯
অন্যান্য	২৫.১	২৪.৮	২৫.৩	১৮.৯	১৯.৪	১৮.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

সাক্ষরতার হার

সারণি ১৩.১০ এ সাক্ষরতার হার ৫ বছর ও তদূর্ধ্ব, ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব এবং ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব, এর উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ -২০০৪ অনুযায়ী ৫ বছর ও তদুর্ধ্ব এর সাক্ষরতার হার ২০০৪ সালে ৪৪.৪ শতাংশ যা আদমশুমারী ২০০১ এর তথ্যানুসারে ছিল ৪২.৫ শতাংশ। একই সময়ে পুরুষের সাক্ষরতার হার ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আদমশুমারী ২০০১-এ ৭ বছর ও তদুর্ধ্ব জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার উভয় ক্ষেত্রে ৪৫.৩ শতাংশ, পুরুষ ৪৯.৬ শতাংশ ও মহিলা ৪০.৮ শতাংশ ছিল তা দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ-২০০৪ অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৭.০ শতাংশ ৫১.১ শতাংশ ও ৪২.৯ শতাংশে। একই সময়ে বয়স্ক সাক্ষরতার হার (বয়স ১৫+) যথাক্রমে ১.৭ শতাংশ ১.১ শতাংশ ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১৩.১০ ঃ সার্বিক সাক্ষরতার হার (%)

পুরুষ/ মহিলা	সাক্ষরতার হার (%) ৫ বছর ও তদূর্ধ্ব		সাক্ষরতার হার (%) ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব		সাক্ষরতার হার (%) ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব	
	আদম শুমারী-২০০১	পিএমএস- ২০০৪	আদম শুমারী-২০০১	পিএমএস-২০০৪	আদম শুমারী-২০০১	পিএমএস-২০০৪
উভয়	৪২.৫	৪৪.৪	৪৫.৩	৪৭.০	৪৭.৫	৪৯.২
পুরুষ	৪৬.৪	৪৮.৪	৪৯.৬	৫১.১	৫৩.৯	৫৫.০
মহিলা	৩৮.৩	৪০.৪	৪০.৮	৪২.৯	৪০.৮	৪৩.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক পরিস্থিতি

১৯৯৯-২০০৪ সময়কালে স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৩.১১ সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে অসুস্থ জনসংখ্যা ছিল ১৮.৪ শতাংশ যা দ্রুত হ্রাস পেয়ে ২০০৪ সালে ১৫.৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে দরিদ্র জনসংখ্যার অসুস্থার হার ছিল ১৭.৪ শতাংশ যা ২০০৪ সালে হ্রাস পেয়ে ১৫.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । একই

সময়ে দরিদ্র-নয় জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ছিল যথাক্রমে ১৯.৩ শতাংশ ও ১৬.১ শতাংশ। উল্লেখ্য ১৯৯৯ সালের তুলনায় ২০০৪ সালে সকল, দরিদ্র ও দরিদ্র-নয় জনসংখ্যার অসুস্থতার হার পল্লী ও শহর উভয় অঞ্চলে উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১৩.১১ঃ স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক পরিস্থিতি

অঞ্চল	রোগীর শতকরা (%) হার					
	১৯৯৯			২০০৪		
	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়
জাতীয়	১৮.৪	১৭.৪	১৯.৩	১৫.৮	১৫.৩	১৬.১
শহর	১৬.৪	১৫.০	১৭.৬	১৩.৬	১৪.৭	১২.৯
পল্লী	১৯.৬	১৮.৭	২০.৩	১৬.৪	১৫.৪	১৭.১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

মাথাপিছু ভোগ্যপণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ঃ ১৩.১২এ ১৯৮৯-৯০ অর্থবছর হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত মাথাপিছু ভোগ্যপণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় উপস্থাপন করা হয়েছে । দেখা যাচ্ছে যে মাথাপিছু বাজার মূল্যে ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৮৯-৯০ সালের ৭,৭৪০.০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৯৬২.০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে ১৯৯০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত যৌগিক প্রবৃদ্ধি ৬.৫২। অন্যদিকে মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৮৯-৯০ সালের ১০,৮০০.০০ টাকা থেকে ২০০৪-০৫ অর্থবছর ১৩০৩০.০০ টাকায় (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের মূল্যে) এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে ব্যয়ের যৌগিক প্রবৃদ্ধি হল ১.২৬।

সারণি ১৩.১২ঃ মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

(টাকায়)

	মাথাপিছু বাজার মূল্যে ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়[@]	মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়
১৯৮৯-৯০	৭৭৪০	১০৮০০
১৯৯০-৯১	৮১৯৭	১০৫৬০
১৯৯১-৯২	৮৬৭২	১০৬৮৪
১৯৯২-৯৩	৯০৬০	১০৮৬৫
১৯৯৩-৯৪	৯৫১৬	১১০৪৯
১৯৯৪-৯৫	১০৫৫০	১১২৫২
১৯৯৫-৯৬	১১১০৮	১১১০৮
১৯৯৬-৯৭	১১৭৮১	১১৩৩২
১৯৯৭-৯৮	১২৫২৯	১১০৯১
১৯৯৮-৯৯	১৩৫১৬	১১১৭৬
১৯৯৯-০০	১৪৩৫৩	১১৫৪৬
২০০০-০১	১৫১২৬	১১৯৩৭
২০০১-০২	১৫৯৫২	১২২৪৬
২০০২-০৩	১৭১২৯	১২৫৯৮
২০০৩-০৪	১৮৪৫৬	১২৮২৪
২০০৪-০৫	১৯৯৬২	১৩০৩০
যৌগিক প্রবৃদ্ধি (১৯৯০-০৫)	৬.৫২	১.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'Statistical Year Book' -এর বিভিন্ন সংখ্যা এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক গাণিতিক হিসাব।

লেখচিত্র ১৩:১ মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

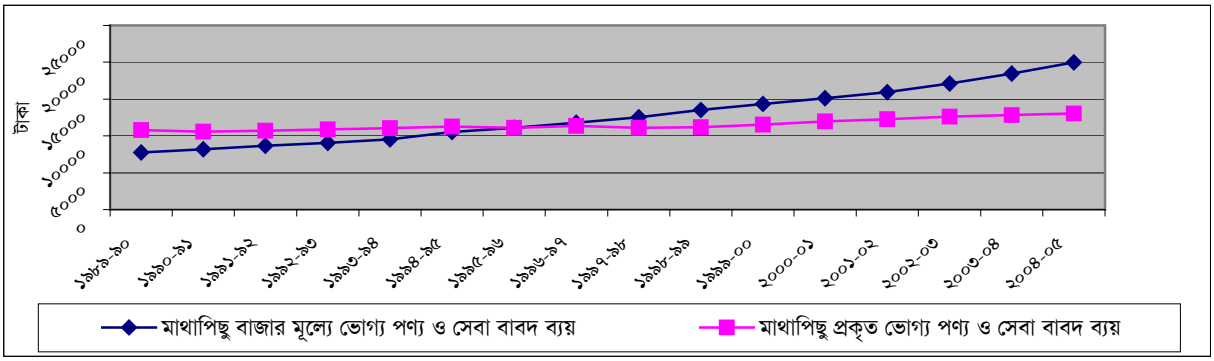

দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে কর্মসূচি রয়েছে। এ সকল কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন-স্বত্ব (Entitlement) বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মসূচি রয়েছে। এ ছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি কর্মসূচি, গ্রামীণ সড়ক/অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মসংস্থান সৃজন করছে। অপরদিকে, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি যথা-শিক্ষার জন্য খাদ্য, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সরাসরি শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে। সমাজ কল্যাণ, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা তাদেরকে উন্নত জীবনে উৎসাহিত করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

পল্লী অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্যাভাবসহ প্রত্যক্ষ দারিদ্র নিরসনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার সমাজের অতিদরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবে বদ্ধপরিকর। এ কারণে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রতিবছরই সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেট হতে সম্পদের সংস্থান করে আসছে। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ইতোপূর্বে গৃহীত কর্মসূচি অব্যাহত রেখে সরকার অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অবদান রাখতে পারে এমন নতুন কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে। এর পাশাপাশি সরকার দারিদ্র বিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চলমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকেও বেগবান করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

- নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি;
- খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি;
- দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম
- দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম

নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি

- বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা;
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি;
- এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধিদের বিশেষ কার্যক্রম ক্ষুদ্রঋণ ও পুনর্বাসন তহবিল;
- শিক্ষার বিনিময়ে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি;
- প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি;
- পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি;
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (নগদ অর্থে)।

বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর সার্বিকভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে সর্বমোট ৪,৯৯,৬৬২ জন ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং বাজেটের পরিমাণ ৫০ কোটি থেকে ৭৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ১২৫ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির সম্প্রসারণের ফলে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ বাবদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অধিকন্তু, মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১৫০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষে উন্নীত হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ১লা জুলাই থেকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা আরো ২ লক্ষ বৃদ্ধি করে ১২ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম

অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু আছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে এবাবদ বাজেটের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা থেকে ৪০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছিল। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির ন্যায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায়ও মাসিক ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজারে উন্নীত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকায় উন্নীত করে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করে ৫ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ বাবদ অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকাসহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ কোটি টাকায়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ১লা জুলাই থেকে এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যাও আরো ১ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম

বর্তমান ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ১লা জুলাই থেকে এই কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা আরো ১০ হাজার বৃদ্ধি করে ৬০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র লাঘব করে তাঁদের পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা হতে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ হাজার জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/পোষ্য সনাক্ত করে কর্মসূচিভুক্ত করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্যগোষ্ঠীর সকল সদস্যকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লক্ষ্যগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-বর্ধক প্রকল্পের কাজে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এককভাবে ৫ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং যৌথভাবে ৫০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদান ও আদায়ের মাধ্যমে কর্মসূচির আওতায় একটি আবর্তক ঋণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজটের আওতায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ১২.৫০ কোটি টাকা উপজেলাভিত্তিক বিভাজনসহ অবমুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ৩৭৩৫২ জন বাছাইকৃত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/পোষ্য বাছাইকৃতদেরকে নিয়ে গঠিত ৭৪২টি দল, প্রশিক্ষণের জন্য বাছাইকৃতদের সংখ্যা ২৩৪৭৪ জন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের সংখ্যা ১৬৯৯৯ জন, ঋণ আবেদনপত্রের সংখ্যা ১০,৮০৮টি এবং আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ ১৫.৫১ কোটি টাকা এবং ৬৪টি জেলার ৪৮৪টি উপজেলায় ৯৭২০ জনের

মধ্যে গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে ছাড়কৃত ১৫.৫০ কোটি টাকা থেকে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮.৮০ কোটি টাকা। বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ যেমন গরু মোটাতাজাকরণে ৫৬৯০ জন, ছাগল পালনে ১০০৫ জন, হাঁস-মুরগী পালনে ১৫৭০ জন, মৎস্য চাষে ২১৯৫ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১০৪৬০ জনকে ৮.৮০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ১৮৩১২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিল

এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকার **"এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন"** তহবিল চালু রয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে সরকার রাজস্ব বাজেটের অধীনে এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এর ফলে এসিডদগ্ধ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে প্রায় ১৫ হাজার জন উপকৃত হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে "এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন" তহবিলে ২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই তহবিলে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে আরো ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষা সমাপনী হার ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র শিশুদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্প থেকে প্রতি বছর ৫৩ লক্ষের অধিক দরিদ্র শিশু উপকৃত হচ্ছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের ভবিষৎ কর্মসংস্থান আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং ছাত্রীদের বাল্য বিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা ছাড়াও মেয়েদেরকে উপবৃত্তি, বইকেনার জন্য আর্থিক সহায়তা ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষা ফি প্রদানের অর্থ সাহায্য দেয়া হয়। প্রতি বছর ৪০ লক্ষের বেশী ছাত্রী এ কর্মসূচির আওতায় সুবিধা পাচ্ছে।

পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ। এ কর্মসূচির আওতায় কাজের জন্য প্রতিজনকে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। প্রতি বছর প্রায় ৪২,০০০ জন মহিলা এ কর্মসূচি থেকে উপকৃত হচ্ছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (নগদ অর্থে)

এ কর্মসূচি বাবদ ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেটে মূল বরদ্দ ১২২ কোটি টাকা থেকে সংশোধিত বাজেটে ১৪০ কোটি টাকায় এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে ১৬৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি

- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি;
- ভিজিডি;
- ভিজিএফ;
- জি আর;
- টেস্ট রিলিফ এবং

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

১ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভিজিডি

১ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ১ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে ২ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভিজিএফ

১৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ৯৫ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে ১ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জি আর

৩৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ৪০ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে ৬৪ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা হয়েছে ;

তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

টেস্ট রিলিফঃ

১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচি;

- দারিদ্র বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন কর্মসূচি;
- পশুসম্পদ খাতে পুঁজি গঠন, আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান ;
- মৎস্য অধিদপ্তরের দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল;
- গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল;
- দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক;
- আবাসন (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ;
- অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্মসূচি;
- তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা ; এবং
- সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ।

দারিদ্র বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় নির্বাচিত ৪০০টি উপজেলায় ২৬৪০০ জন সুফলভোগীর মধ্যে প্রতি উপজেলায় ৩.৭৫ লক্ষ টাকা করে মোট ১৫.০০ কোটি টাকা ছাগল ক্রয়ের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত সুফলভোগীগণ প্রাপ্ত টাকা থেকে ১,০৮,০০০টি ছাগল ক্রয় করেছে। দারিদ্র বিমোচনে ছাগল উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মেয়াদে সর্বমোট ৫২.৭৩ কোটি বরাদ্দ অনুমোদিত।

পশুসম্পদখাতে পুঁজি গঠন, আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান

পশুসম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি ব্যাপক বিনিয়োগ ও পুঁজি গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। পশু সম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের দরিদ্র জনগণকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের সংস্থান করা হয়েছে। ব্যাংক ঋণ গ্রহণের বিভিন্ন জটিলতা নিরসন, সুদের

হার হ্রাসকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ সহ রাষ্ট্রয়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে পশুসম্পদ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ২০০০-২০০১ অর্থবছরে বিতরণকৃত ৭৯.৭৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২৭৫.৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবাদি ও হাঁস মুরগীর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনে ২৩টি সফল প্যাকেজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পশুসম্পদ অধিদপ্তরাধীন উদ্যোক্তা প্রকল্পের আওতায় খামারীদের অনুকূলে ১৬৯ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হতে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশে প্রায় ৫০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের আওতায় দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের দিক নির্দেশনা অনুসরণে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে নতুন করে কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যচাষীদের তথা দরিদ্র মৎস্যচাষীদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরে ৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তার লক্ষ্যে ৬৫.৯৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া জনতা ব্যাংক ও মৎস্য অধিদপ্তরের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী ও খামার মালিকদের জন্য সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মৎস্য কার্যক্রমের লক্ষ্যে স্ব-স্ব উদ্যোগে ঋণ বিতরণ করে আসছে।

গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল

দেশের গৃহহীন, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত বিশেষ করে, গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান সমস্যা নিরসন তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৫০.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহায়ন তহবিল গঠন করে। বর্তমানে এ তহবিলে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৯৮.০০ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে গৃহায়ন তহবিলের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ তহবিল হতে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে (এনজিও) মাত্র শতকরা ১.০০ ভাগ হার সুদে ঋণ প্রদান করা হয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ (এনজিও) শতকরা ৫.০০ ভাগ হার সুদে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ পরিশোধের সুবিধাসহ সহজ শর্তে উপকারভোগীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া, বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার আয়-বর্ধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিও গৃহীত হচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১০৫.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত মোট ৭২.০৭ কোটি টাকা ছাড়করণ এবং ৩১,৭১৫টি গৃহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে মোট ২৫২টি বেসরকারি সংস্থা ৬৪টি জেলার ৩৭৩টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে ১০.৫৪ কোটি টাকা অনুদান সুবিধা ছাড় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ছাড়কৃত ঋণের বিপরীতে আদায়যোগ্য মোট ২৯.৩১ কোটি টাকার মধ্যে ২৬.১১ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। মোট আদায়যোগ্য ঋণের তুলনায় আদায় হার শতকরা ৮৯.০০ ভাগ। এছাড়াও গৃহায়ণ তহবিল গার্মেন্টস বা অনুরূপ শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বল্প ভাড়ায় আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মহিলা শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পেও অর্থায়ন করে থাকে। গৃহায়ণ তহবিল ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র পরিবারসমূহ সুষ্ঠুভাবে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস এবং নিজেদেরকে অধিকতর আয়-বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

সারণি ১৩.১৩ঃ গৃহায়ণ তহবিল

(কোটি টাকায়)

বিষয়	১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০১-০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ এপ্রিল, ০৫	এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত

বরাদ্দ	ঋণ অনুদান	৬৭.১০ ১২.০০	১২.২ ০.০	২৯.১৫ ০.০	২৬.৮৭ ০.০	১৩৫.৩২ ১২.০০
মোটঃ		৭৯.১০	১২.২০	২৯.১৫	২৬.৮৭	১৪৭.৩২
বিতরণ	ঋণ অনুদান	৪৩.৮৮ ১০.৫৪	৫.০০ ০.০	২০.০৪ ০.০	১১.৪২ ০.০	৮০.৩৪ ১০.৫৪
মোটঃ		৫৪.৪২	৫.০০	২০.০৪	১১.৪২	৯০.৮৮
আদায়	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অর্জনের হার (%)	১১.৬০ ১০.১২ ৮৭	৬.৩৪ ৪.৮১ ৭৬	৬.১২ ৫.৪৬ ৮৯	৫.২৫ ৫.৭২ ১০৮.৯৫	২৯.৩১ ২৬.১১ ৮৯
সুবিধাভোগী	গৃহের সংখ্যা জনসংখ্যা	২২৪২৪ ১১২১২০	৫৮৬ ২৯৩০	৩৬৪৫ ১৮২২৫	৫০৬০ ২৫৩০০	৩১৭১৫ ১৫৮৫৭৫

উৎসঃ গৃহায়ণ তহবিল , বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক

এটি সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে উৎপাদনমুখী এবং আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র বিমোচন করা এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। সরকার কর্তৃক পরিশোধিত মূলধন দ্বারা ব্যাংক বেকারদেরকে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করছে। ব্যাংক প্রধানতঃ হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, তাঁত ও ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ ৩৬টি সুনির্দিষ্ট খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। বর্তমানে প্রতিটি জেলা সদরে ১টি করে ৬৪টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ২৮টিসহ মোট ৯২টি শাখার মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাংক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৬০.১৮ কোটি টাকা। আদায়যোগ্য ১৩৬.২৬ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ১০৫.৭২ কোটি টাকা। (আদায়ের হার ৭৮%)। দেশের ৬৪টি জেলার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৯৫,০০০ জন।

কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পঃ উক্ত কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৫০০০ জন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুর পিতামাতাকে ৩.৫৬ কোটি টাকা ঋণ প্রধান করা হয়েছে।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাঃ শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/চাকুরিচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/শ্রমিক/কর্মচারিদেরকে প্রশিক্ষণ ও পুনঃকর্মসংস্থানের জন্য চলতি বাজেটে ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত ৩০.০০ কোটি টাকার মধ্যে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির জন্য অত্র ব্যাংকের অনুকূলে ১৭.৪৫ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির অধীনে এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত ১৯২১ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৮.৯২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচিঃ কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। উক্ত ১০০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ হতে কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০.০০ কোটি টাকা হতে প্রথম ধাপে ৫.০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত ৫৬৯ জনের অনুকূলে ৫.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.১৪ঃ কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

বিষয়	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ এপ্রিল, ২০০৫	এপ্রিল ০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত

বিতরণ (কোটি টাকায়) আদায় (কোটি টাকায়) আদায়যোগ্য (কোটি টাকায়) আদায়ের হার (%) গড় ঋণ (প্রতিজন, টাকায়)	৩৩.৭৪ ৭.৯৩ ১০.৫৫ ৭৫ ২৯৮৬৪	২৮.১৭ ১৯.৯২ ৩০.২২ ৬৬ ২৯৫১০	২৭.৫৪ ২৬.১৮ ৩২.৪৬ ৮১ ২৯০৩২	২৬.১৯ ২৭.৮৭ ৩১.০৭ ৯০ ২৯৩০২	৩৮.৩২ ২২.৮৩ ৩০.৪৮ ৭৫ ৩১৬২৮	১৬০.১৮ ১০৫.৭২ ১৩৬.২৬ ৭৮ ৩০০৯৫
ঋণ বিতরণের প্রধান খাতসমূহ (হাজার টাকায়)						
হাঁস-মুরগী খামার দুগ্ধ খামার মৎস্য অন্যান্য	৭৮১২১ ২৬৫২১ ১৬২০২ ২১৬৫৫৬	২২৪২১ ১২২৪৩ ১৯২০৭ ২২৭৮২৯	২৬৩০৫ ১৫৮৯৭ ২৩১০৬ ২১০১৬৪	২২২১৫ ১৮৯১১ ১৭৪৩১ ২০৩৩৬০	২৪৫৫৩ ৩৮৫১৯ ২৪১৭৫ ২৯৬০৫১	২০৩৮৯৫ ১২৫১৫৩ ১১০৪১০ ১১৬২৩৭৩
মোটঃ	৩৩৭৪০০	২৮১৭০০	২৭৫৪৭২	২৬১৯১৭	৩৮৩২৯ ৮	১৬০১৮ ৩১
সমিতি/সহযোগী সংগঠন/শাখা	৭১	৮৪	৮৫	৮৬	৯২	৯২
জেলার সংখ্যা সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৬ ১১২৯৮	৬৩ ৯৫৪৬	৬৪ ৯৪৮৬	৬৪ ৮৮৩৪	৬৪ ১২১১৯	৬৪ ৫৩২২৫

উৎসঃকর্মসংস্থান ব্যাংক।

আবাসন (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের অংশ হিসেবে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে চার বছর (জুলাই ২০০২-জুন ২০০৬) মেয়াদী এই প্রকল্পের জন্য ৪৪৭ কোটি ২০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য জমি, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপনের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন করা। এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত ৬৫ হাজার পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্যকে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা হচেছ। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের প্রত্যেক পরিবারকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল

সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল চালু করেছে এবং ২০০২-০৩ অর্থবছরে ২৫ কোটি টাকা এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এই তহবিলের জন্য আরো ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্মসূচি

প্রত্যক্ষ দারিদ্র বিমোচনমূলক এ সকল কর্মসূচি ছাড়াও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নিম্নোক্ত ২টি নতুন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের রাখা হয়েছে ।

- স্বেচ্ছা-অবসর/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করে উক্ত তহবিলে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং
- তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করে উক্ত তহবিলে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা

তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারি দপ্তর/সংস্তাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ ;
আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন ;
স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল) ;
মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ;
নগর ভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ;
গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র ;
মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প ;
দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ; এবং
বিসিকের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

সরকারি দপ্তর/সংস্তাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণঃ

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা এবং এনজিওসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ ছাড়া উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬০০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ জাতীয় অনেক কর্মসূচিতে এনজিওসমূহ সম্পৃক্ত রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট হতে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল বাবদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের অনুকূলে মোট ৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় । পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকূলে ১২০ কোটি টাকা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩০ কোটি টাকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২৫ কোটি টাকা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২৫ কোটি টাকা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৫ কোটি টাকা।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন

জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টি লগ্ন থেকে বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পসহ চলমান প্রকল্পগুলোর আওতায় ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৩৮ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষিত যুবকদের মধ্য থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৭৯ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঋণ কর্মসূচির সৃষ্টি লগ্ন থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ২৪০ জন উপকারভোগীকে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ৫৬৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। তন্মধ্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪৩ হাজার ৪৬১ জন উপকারভাগীর মধ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ৩৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়াজিত যুবকদের মাসিক গড় আয় ১৫০০.০০ টাকা থেকে ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ২০ একর পর্যন্ত খাস ও বদ্ধজলাশয় জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুব-কদের কর্মসংস্থানের জন্য ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১১,২৩১টি জলাশয় যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। জলাশয় ইজারা বাবদ প্রাপ্ত ১৮ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ৫১,৪৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গ-বেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় একটি পর্যায়ে জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ

পর্যন্ত মোট ৬,৫৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সংগঠন তালিকাভুক্তির কাজ করছে। এ পর্যন্ত মোট ৬৭৩৫টি যুব সংগঠনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট ৭৪৭টি যুব সংগঠনকে ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম (প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল)

স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র, বেকার ও উদ্যোগী মহিলাদের অর্থ-উপার্জনকরী বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ১৯৯২ সাল থেকে দেশের ৬২টি জেলা ও ২৬টি উপজেলা শাখার মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অবশিষ্ট উপজেলা শাখাতেও পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনার দ্বারা মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকূলে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। উক্ত ঋণ তহবিলের মাধ্যমে সংস্থার ৪৮টি উপজেলা শাখা ও ৫৮টি সদর উপজেলার (মোট ১০৬টি উপজেলায়) ২৩৮৮ জন মহিলাকে মাথাপিছু ৫০০০ টাকা থেকে ১৫০০০ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রাপ্ত ঋণ নিয়ে মহিলারা হাঁস-মুরগী পালন, গবাদী পশু পালন, মুদি দোকান, মিনি গার্মেন্টস, হস্তশিল্প, সব্জি চাষ, ব্লক-বাটিক, ওয়েল্ডিং, কাঠের আসবাব তৈরির মত অর্থ উপার্জনকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে উক্ত কার্যক্রমের আওতায় সংস্থার অনুকূলে আরো ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

নগরভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়)

শহর অঞ্চলের দরিদ্র, বেকার, বিত্তহীন মহিলাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত নগর ভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের অর্থ উপার্জন ও আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম চালু করার নিমিত্তে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ঋণ সুবিধা প্রদান এবং মহিলাদের উৎসাহিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলতি মেয়াদে (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ২৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রেখে আরো ৮টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংযোজন করা হয়েছে। এভাবে মোট ৩২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১,২৮০ জন মহিলাকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৫০০০ জন মহিলাকে আবর্তক ঋণ খাতের অর্থ থেকে ১০,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। জুলাই ২০০৩ থেকে জুন ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন নগর ভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে জুতা, সেন্ডেল তৈরি, খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, সেলাই ও এমব্রয়ডারী, ব্লক বাটিক ও স্ক্রিণ প্রিন্ট, কম্পিউটার, বাইন্ডিং ও প্যাকেজিং, হাঁস-মুরগী পালন, নক্শী কাঁথা তৈরি, সাবান ও মোমবাতি তৈরি ইত্যাদি ট্রেডে বেকার ও দরিদ্র মহিলাদের ৩-৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র

গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন জুন ২০০৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। ১লা জুলাই ২০০৪ থেকে ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িতব্য ৩ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ৮৩৫.১৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১৩০ উপজেলায় ৭০,০০০ দুঃস্থ ও বেকার মহিলাকে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি পেশায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ সব মহিলাদের মধ্য হতে পরবর্তীতে ১০,০০০ মহিলাকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

মহিলা উদ্যোক্তা-উন্নয়ন প্রকল্প

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের ২৮০.০০ লক্ষ টাকা ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ১৭৩৪.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থা **'মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পটি** বাস্তবায়ন করছে। যে সব মহিলা বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে কিংবা স্বীয় উদ্যোগে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছে তাদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা-উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, এবং পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদান করে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মেয়াদে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত উদ্যোগী ও সম্ভাবনাময়ী মহিলাদের উদ্যোক্তা-উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও ব্যবস্থাপনা, কারিগরী দক্ষতার মানোন্নয়ন, প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ৩০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ১৮০০ মহিলাকে ৫৮২.০০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণের আদায় হার ৮৩%। এছাড়া, ৪৪০০ জন মহিলাকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ডিসেম্বর ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে ১,৪৭,৬২৬টি সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৫,৮৫৩টি সমিটি নিবন্ধিত হয়েছে অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যাতে ৪৫,৭৪,৩০৮ জন ব্যক্তি সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এই সমিতিগুলো শেয়ার, সঞ্চয় ও লাভজনক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মূলধন সৃষ্টি করেছে যার পরিমাণ প্রায় ৬৭৭.১২ কোটি টাকা। সমিতিগুলি এই মূলধন ক্ষুদ্র-ঋণ আকারে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত এই সমিতিগুলো ১২৮২.৩৩ কোটি টাকার সম্পদ সৃষ্টি করেছে। এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত সমবায় সমিতিসমূহের মোট ১,৫৪,৫৬০ জন সদস্যকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর ''সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি'' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত এ প্রকল্পে মোট ৬১.৮৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে এপ্রিল'২০০৫ পর্যন্ত ৪,৮৬০ জন সমবায় সমিতির সদস্যকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২৮০টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের উপর ৫টি কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষ টাকা বন্টন করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে সংঘঠিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্থ সমবায়ী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর ১৪টি সমুদ্র উপকুলীয় জেলায় ''বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর জরুরি পুনর্বাসন প্রকল্প'' শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৩৩টি মাছ ধরার ট্রলার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি বাবদ মোট ব্যয় হয়েছে ১০৭.১১ কোটি টাকা। **ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকাঃ** CCULB বা কাল্‌ব হলো ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায় সমিতির কেন্দ্রীয় সমিতি যা ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আওতাধীন ৪৪৯টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,১০,৫৭৬ জন। এটি ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত ২৭.৮৫ কোটি টাকার নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি করেছে। একই সময়ে এ সমিতি ৬৪.০৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এবং বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৪০৮.৬২ কোটি টাকা ঋণ (চলতি মূলধন ব্যতিরেকে) প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বিসিক তার নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে বিতরণ করেছে ৩০.১৮ কোটি টাকা। ২০০২-০৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৪২.১৪

কোটি টাকা এবং এ সময়ে বিসিকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতাধীন ঋণের পরিমাণ ছিল ২৮.৭৫ কোটি টাকা। আর উল্লিখিত ঋণ, উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ ও অন্যান্য সূত্রের অর্থায়নে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৭০৭.৬২ কোটি টাকা, যা ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের তুলনায় ৪৫৫.০৪ কোটি টাকা বেশী। বিসিক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোল্লিখিত বিভিন্ন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা ও বিভিন্ন উৎসের অর্থায়নের সূত্রে বিসিকের মাধ্যমে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও কৃটির শিল্প খাতে ১.০৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
নগর দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি
দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া)
সমাজ সেবা কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

দারিদ্র বিমোচনের জন্য মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস-এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে (আইসিটি) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করা যেতে পারে। এ কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সরকার একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৪৯০২ কোটি টাকা বরাদ্দ যা পূর্বের অর্থ বছরের তুলনায় ৩৩৬ কোটি টাকা বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৫৫০০ কিলোমিটার মাটির রাস্তা, ২২০টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের দারিদ্রপীড়িত চর এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মঙ্গাকালীন সময়ে উক্ত অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য দেশে ৫ (পাঁচ) টি জেলায় মোট ৪৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চর জীবিকায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন এ অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট, উন্নয়ন কেন্দ্র (Growth Center), বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এতে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৯১-৯২ হতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত প্রায় ১১২.৩০ কোটি জন দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ে কাঁচা রাস্তা ৫৫,৯০৭ কিঃ মিঃ এবং পাকা রাস্তা ৩৪২২৫ কিঃ মিঃ। ৪,৪০,৪১৮ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও ১৮২৪টি উন্নয়ন কেন্দ্রের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সারণি ১৩.১৫ঃ এলজিইডি'র অধীনে পল্লী অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি

কার্যক্রম	১৯৯৯-০০(ক্রম)	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ ফেব্রুয়ারি ০৫	ফেব্রুয়ারি ০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত
কাঁচা রাস্তা (কিঃ মিঃ)	২০৩৬৯	১০১০২	৪৫৫৫	৪৭৭০	৬২৫২	৩৯৭১	৫৫৯০৭

পাকা রাস্তা (কিঃ মিঃ)	১৩৭৬৩	৩৮৭০	৩২৫৫	৩৮২৯	৪৮০৪	২৭৮৮	৩৪২২৫
সেতু/কালভার্ট (মিটার)	১৬৫৩২৪	৬৭৪৪৯	৫০৮৮২	৪২৯৩৭	৪৯৪০৫	২৯৬৬৪	৪৪০৪১৮
উন্নয়ন কেন্দ্র বা গ্রোথ সেন্টার সংখ্যা)	৮৬৯	২২৫	১২৪	১৪২	১৫৪	১২৭	১৮২৪
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (লক্ষ জন দিবস)	৫০৩০.২৬	১১৭৩.০	৮৫৬.৬৮	৯৪৮.০৫	১৩৩৮.১	৭৪৩	১১২৩০.৪০

উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এল জি ই ডি)

নগর দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

সরকার নগর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৭ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত এলজিইডি'র অধীনে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২১টি পৌরসভার নির্বাচিত বস্তির দরিদ্র জনগোষ্ঠির পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ২.৫০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্প হতে প্রদত্ত আবর্তক ঋণ তহবিল পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.২২ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা উক্ত ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২১টি পৌরসভার তত্ত্বাবধানে 'শহর মৌলিক সেবা প্রদান' (Urban Basic Service Delivery) প্রকল্পে আবর্তক ঋণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রকল্পগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে উক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আবর্তক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২, স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (USAID)-এর সহায়তায় সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি-এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২-এর আওতায় ১৯৯৫-৯৬ সাল হতে ২২টি পৌরসভার ১১৯টি বস্তিতে ১৪,০৬১টি পরিবারকে ৪.৮৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আবার USAID-এর সহায়তায় সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর হতে যশোর, টুঙ্গি, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ পৌরসভার বস্তি এলাকায় ৩৩,২৪৩টি পরিবারকে ১৯.৬১ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। অধিকন্তু, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত উন্নয়ন কেন্দ্র (Growth Center) সমুহে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিতপূর্বক Women's Corner নির্মাণ করে দুঃস্থ ও দরিদ্র মহিলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, দেশের ৩টি পার্বত্য জেলায় এলজিইডির অধীন পল্লী সড়কে রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি উপজেলায় ৪,৫৫০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দুঃস্থ মহিলা শ্রমিকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এতে ৯১০০ জন দুঃস্থ মহিলার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী দপ্তরের প্রায় সব কটি প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপন ও সেগুলোর পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুঃস্থ জনগোষ্ঠি, বিশেষতঃ দুঃস্থ মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ সব কর্মকান্ড প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। বর্তমানে ২৮টি জেলার ১৭৫টি উপজেলায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব এলাকায় প্রায় ৪,৩৭,৪৩৬ বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ ৮৭,৪৮৭টি গ্রুপে সংগঠিত। এ উপজেলাগুলি দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ৯৪ শতাংশ। ফাউন্ডেশন ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত ১৩৬১.৯৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসুচি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। সুফলভোগী সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের স্থিতি প্রায় ৪৭.৪৮ কোটি

টাকা এবং আদায় হার ৯৮ শতাংশ। ফাউন্ডেশন-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রায় ৫০ লক্ষ জন-দিবসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (BARD, কুমিল্লা) প্রায়োগিক গবেষণা শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। এ প্রতিষ্ঠান ৮টি জেলার ৩০টি থানায় **ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প** নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন মজুর ও দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক গ্রুপে সংগঠিত করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ও মূলধন গঠনের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ঝম্ব ২০০৪ পর্যন্ত গঠিত ৯৪৪৪ টি দলের আওতায় ৫১৮৮১ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সফলতার কারনে ৩০ জুন ২০০৪ এ মেয়াদ শেষে এটিকে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী এক্টের আওতায় জুলাই ২০০৪ হতে **'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'** নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। প্রথমোক্ত প্রকল্পটি ছাড়াও **সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি** (CVDP) পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ৪০টি সমিতির মাধ্যমে ১৬,৫৭৬ জনকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া, দেশের দারিদ্র বিমোচন ও পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৪টি প্রকল্প গবেষণার জন্য নির্ধারন করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রাথমিক বনায়ন ও ক্ষমতায়ন প্রকল্প, নিরাপদ পানি সরবরাহ, উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে মোট ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১০.২৮ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৯.৪৭ কোটি টাকা।

সমাজ সেবা কার্যক্রম

দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কিশোর অপরাধ দূরীকরণ, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, এতিম ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন, পরিত্যক্ত ও দাবীদারবিহীন নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমেসমূহকে প্রধানতঃ সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম, পরিবশ ও বন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হিসেবে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়ে থাকে। **ক) সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রমঃ** সামাজিক সংহতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি অন্যতম। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলা ও শহরে সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (UCD) এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (RMC) কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ৪টি কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিলের অধীন নতুন বিনিয়োগ ও পুনঃ বিনিয়োগ করা হয়। এ ৪টি কার্যক্রমের মোট মূল বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮,৮৮৫.০৩ লক্ষ টাকা হলেও পুনঃ বিনিয়োগসহ ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিভুত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৫,৬৬৬.৯৩ লক্ষ টাকা। একইভাবে ক্রমপুঞ্জিভুত আদায়ের পরিমাণ ৫০,২৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা এবং গড় আদায়ের হার প্রায় ৯০%। এ ৪টি কার্যক্রমের অধীন ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত সময়ে মোট ২৫,৭৫,৫৭০টি পরিবার উপকৃত হয়। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট উপকৃতের সংখ্যা ২২,৪১,৪৪৮ জন। সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ২৯,৪১,৯০০ জন। সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে ১৫৭০১০৮ জনকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা প্রদান করা হয়েছে ১০,৮৮,৮৭৭ জনকে। ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ২২৩৪০৬০ জনকে। **খ) পরিবেশ ও বনঃ** দেশের সকল উপজেলা ও শহরে সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) এর মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে ১৯,৮৩,২৭৪টি চারা বিতরণ করা হয়েছে। **গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ** এ ছাড়া বাংলাদেশের

দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির জন্য ২৬,০৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। **ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ** অনাথ শিশুদের জন্য ৭৪টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ৯,৬০০ জন অনাথ শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধনকৃত অনাথালয়ে প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ৪০০ টাকা হারে ২৯,১৬৬ জন শিশুর মধ্যে ১৪ কোটি টাকা Capitation Grant হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রেক্ষাপট ও দারিদ্র বিমোচন

ক্ষুদ্রঋণ সেবা দরিদ্র জনগোষ্ঠির সম্পদ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি এবং আয় বিপর্যয় (income shock) কাটিয়ে উঠতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বব্যাপী ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ এর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়শীল দেশগুলো এর সুফলভোগী। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃতি পেলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অবস্থার যেমন ক্রমাগত উন্নতি ঘটবে তেমনি নারীর ক্ষমতায়নেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঋণের উৎসঃ

সারণি ১৩.১৬ এ ঋণের প্রধান উৎসগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। ঋণের উৎসকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপরটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে ব্যাংক, সমবায়, সরকারি সংস্থা এবং এনজিওসমূহ, এবং অপ্রাতিষ্ঠানিকগুলো হচ্ছে আত্মীয়, অনাত্মীয় এবং মহাজন ইত্যাদি। সারণি ১৩.১৬ এ দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী ঋণের উৎস আত্মীয় স্বজন (অ-প্রাতিষ্ঠানিক) থেকে ২২.০ শতাংশ, এবং এরপরে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা এনজিও থেকে ২১.০ শতাংশ। ব্যাংক থেকে ১৩.০ শতাংশ জনসংখ্যা ও অনাত্মীয় ১২.০ শতাংশ জনসংখ্যা ঋণ গ্রহণ করে থাকে। পল্লী অঞ্চলে এনজিও এবং আত্মীয় একই হারে দরিদ্র জনগোষ্ঠির ঋণের উৎস হিসেবে দেখা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠি সর্বোচ্চ ৩৭ শতাংশ ঋণ গ্রহণ করে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা এনজিও থেকে।

সারণি ১৩.১৬ ঋণের প্রধান প্রধান উৎস

ঋণের উৎস	জাতীয়			শহর			পল্লী		
	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র নয়
প্রাতিষ্ঠানিক উৎস									
ব্যাংক	১৩.০	৮.০	১৭.০	১০.০	৫.০	১৫.০	১৪.০	৯.০	১৭.০
গ্রামীণ ব্যাংক	১০.০	১১.০	৯.০	৩.০	৬.০	২.০	১১.০	১২.০	১০.০
সমবায়	১.০	১.০	০.০	১.০	১.০	১.০	০.০	১.০	০.০
এনজিও	২১.০	২৪.০	১৯.০	২৮.০	৩৭.০	২১.০	১৯.০	২১.০	১৮.০
বিআরডিবি/যুব/ সমাজকল্যাণ	৩.০	৪.০	২.০	২.০	৩.০	২.০	৩.০	৪.০	২.০
অ-প্রাতিষ্ঠানিক									
আত্মীয়	২২.০	২১.০	২৩.০	২৩.০	২০.০	২৬.০	২২.০	২১.০	২২.০
অনাত্মীয়	১২.০	১১.০	১২.০	১৫.০	১৩.০	১৬.০	১১.০	১১.০	১১.০
মহাজন	১১.০	১১.০	১১.০	৮.০	৯.০	৭.০	১২.০	১২.০	১২.০
অন্যান্য	৮.০	৯.০	৮.০	১০.০	৭.০	১১.০	৮.০	৯.০	৭.০
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসুচি বাস্তবায়নে NGO গুলো সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া বন্যা, খরা অতিবৃষ্টি এবং তীব্র শীতে দেশের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদেরকে এনজিওরা সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে। গত বৎসর দেশে ভয়াবহ বন্যায় অসহায় দুঃখী মানুষদের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে NGO রা এগিয়ে এসেছে। ২০০৪ সনে ১১৩টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) দেশের বন্যাপ্লাবিত ৪৬ টি জেলার ২৯৮টি উপজেলায় জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ১২,২৩,১৩৩ পরিবারের জন্য ৯১.৪৩ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য NGO দের অনুকূলে NGO বিষয়ক ব্যুরো হতে ছাড় করা হয়েছে।

CDF পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৭২০ টি NGO ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১.৪৬ কোটিষ মধ্যে ০.২৫ কোটি পুরুষ ১.২০ কোটি মহিলা। এ সময়ে ক্রমপুঞ্জীভূত মোট ২৬,৯৪৭.২০ কোটি টাকা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। এই ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের হার ৯৭.১৭ শতাংশ। মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫৫৬.১০ কোটি টাকা। এই ক্ষুদ্রঋণের ৪১.৭৯ শতাংশ বিনিয়োগ হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ১২.৩১ শতাংশ কৃষি, ১৭.৬৪ শতাংশ পশু সম্স্লদ এবং ৭.৩৯ শতাংশ মৎস্যখাতে। বাংলাদেশের নয়টি সংস্থা যেমন- ব্রাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, TMSS, কারিতাশ, RDRS, BEURO এবং শক্তি ফাউন্ডেশন মোট ক্ষুদ্র ঋণের সর্বোচ্চ অংশ বিতরণ করে থাকে। এসব ঋণের শতকরা ২৪.৮৪ ভাগ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন হতে সংগৃহীত হয়।

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্রাক ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১৩,৩২১.১৭ কোটি টাকা বিতরণ করে একই সময়ে আদায় করে ১১,৮৫০.৭৬ কোটি টাকা। এবং সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা ৩৯.৯৪ লক্ষ এর মধ্যে মহিলা ৩৮.৭২ লক্ষ এবং পুরুষ ১.২ লক্ষ।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক এবং PKSF এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ৩৯৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ৯২৩৭৬০ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসাবে বিতরণ করা

হয়েছে। এতে ৪,৬১,৮৮০ জন পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। গত ২০০৪ সালে এক বছরে ৬০.৭৫ কোটি টাকা ৬২৯১৫ জন বিত্তহীন মহিলা পুরুষের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৯৪%।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সনে আশা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯২ সনে ১০০ টাকা ঋণ বিতরণে ব্যবস্থাপনা ব্যয় ছিল প্রায় ১৭ টাকা, ২০০৪ এই ব্যয়ের পরিমাণ দাড়িয়েছে ০.৩৭ টাকা। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে কার্যকরী সদস্য সংখ্যা ৩০.০০ লক্ষ জন। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে **কার্যকরী ঋণী সংখ্যা** ২৭.৭৩ লক্ষ জন। জুলাই ১৯৯২ সন হতে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত সদস্যদের মোট সঞ্চয় জমার পরিমাণ ২,০৩৯ কোটি টাকা এবং এ সময়ে সদস্যগণ সঞ্চয় উত্তোলন ও ফেরত নিয়েছে ১,৭৫৬ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০০৪ শেষে সঞ্চয় স্থিতি প্রায় ২৮৩ কোটি টাকা। ২০০৪ সালে মোট ২৭.৭৩ লক্ষ জন সদস্যকে ২,৪০২.৪০ কোটি (সেবা মূল্যসহ ২৭৬১.১৮ কোটি) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে মাঠ পর্যায়ে ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১,১৯৮ কোটি টাকা। ২০০৪ সাল শেষে সেবা মুল্যসহ ক্রমপঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাড়িয়েছে ১১,০০৫.৩৪ কোটি টাকা এবং আদায় ৯,৬২৭.৩৬ কোটি টাকা।

১৯৭৬ সালে প্রশিকা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ১১ লাখ ৭৮ হাজারেরও বেশী দরিদ্র পরিবার প্রশিকার সহায়তায় দারিদ্রমুক্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রশিকা ৫৭টি জেলার ২৩ হাজার ৪৭৫টি গ্রাম ও ২ হাজার ১০১ টি বস্তিতে কাজ করছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রায় ২১ লাখ ১৫ হাজার পরিবারের ২৭ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশী দরিদ্র নারী-পুরুষ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৭৮৯ টি প্রাথমিক সমিতিতে সংগঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রশিকা সমিতির সদস্যদের স্থায়িত্বশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর' আওতায় পরিবেশসম্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসতবাড়ীতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ইত্যাদি খাতে ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৯৬৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৮৯৩ কোটি ৮৮ লাখ টাকার ঋণ সহায়তা দিয়ে ৭৯ লাখের বেশী মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন ২০০৪ সালে ১১৪,৭০১ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং এ পর্যন্ত ৪০৪ কোটি টাকারও বেশী ঋণ বিতরণ করেছে। ৪৭০১ জন সদস্যর মধ্যে ১.৮১ কোটি টাকা স্বাস্থ্য ঋণ বাবদ বিতরণ করা হয় এবং ২৪,৭৪৩ জন রোগীকে প্রথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। হেলথ প্রোগ্রাম থেকে ৯৫,১০২ জন সদস্যকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয়। ১১৪,৭০১ জন সদস্য এবং ২২১ জন কর্মীকে জেন্ডার ট্রেনিং প্রদান করা হয়।

NGO ফাউন্ডেশনঃ গ্রামাঞ্চলে সামাজিক খাতসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে NGO সমূহকে NGO ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৫০ কোটি টাকা অর্থায়নের জন্য ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়।

সারণি ১৩.১৭ঃ প্রধান প্রধান NGO সমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

এনজিও	ক্রমপুঞ্জীভূত ১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৪ (ক্রম)
আশা								
বিতরণ	১৩২০.২৬	৭৪৭.৮২	৮৯৪.৯৭	১১৪৪.২৩	১৮৪৩.২৩	২৩০২.৫৭	২৭৬১.১৮	১১০১৪.২৬
আদায়	১০৭০.৮৮	৫৮৪.৮৯	৮৪৮.৯৭	৯৮৫.৭৩	১৫২০.৫৩	২০৭৯.৭১	২৫৩৭.১৫	৯৬২৭.৮৬
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৮৯৪১১৯	১১৭৮৯৮৭	১২০৪৯৩৮	১৫৭৯৩৭২	২১৩৬১৬৫	২৩৪১৮১৯	২৯৯৬৬৬০	২৯৯৬৬৬০
মহিলা	৮৩৩১১৯	১০৯৬৩১৫	১১৩৬৯০৮	১৫১১৫৬১	২০৫৫৬২১	২২৫৮১১৮	২৮৯৭৫০৩	২৮৯৭৫০৩
পুরুষ	৬১০০০	৮২৬৭২	৬৮০৩০	৬৭৮১১	৮০৫৩৭	৮৩৭০১	৯৯১৫৭	৯৯১৫৭
ব্র্যাক								
বিতরণ	৩০০৫.৫৫	১০৮৪.৩	১৩৫৪.৬	১৫০৯.৯৮	১৭০৬.৫৯	২০৭০	২৫৯০.১৫	১৩৩২১.১৭
আদায়	২৫০১.০৭	৯১৬.৪৩	১২৫৩.৯২	১৪৫৭.৪৭	১৬১৪.৭৮	১৮৩৮.০৩	২২৬৯.০৬	১১৮৫০.৭৬
সবিধাভাগীর সংখ্যা	২৭৯৮৯৭৫		৩৩৪৮৬৪৬			৩৪০২৪৭৫	৩৯৯৩৫২৫	৩৯৯৩৫২৫
মহিলা	২৬৯৬৮৫৩		৩২৫৬৬১১			৩৩৯২৯৭৬	৩৮৭২১১০	৩৮৭২১১০
পুরুষ	১০২১২২		৯২০৩৫			৯৪৯৯	১২১৪১৫	১২১৪১৫
প্রশিকা								
বিতরণ	৮১৮.৫৫	৩১২.০৯	৩২৭.৯৫	৩৯৪.১	৪০৬.৭৬	৩৫৭.৪	২৭৭.০৭	২৮৯৩.৯২
আদায়	৬২৭.৭৮	২৯১.৪	৩৩০.২	৩৬০.০৭	৪২৮.৪	৩৭১.২১	৩৫০.৬১	২৭৫৯.৬৭
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	১৬৫৭২৭৯	২৩২৩৮১	৩৮৯১৯৬	৫১৩৭১০	৩৭২৮০৪	৫৯৮৩৭	৪৯৭১০	২৭৫০৬৬৩
মহিলা	১০০৭৫৫০	১৪৬৪০০	২৬০৭৬১	৩৪৯৩২৩	২৭৩৩২২	৪০৯৭৫	৩৬৪৯৬	১৭০৪২৯৮
পুরুষ	৯৫৯৭২৯	৮৫৯৮১	১২৮৪৩৫	১৮৪৩৮৭	৯৯৪৮২	১৫৮৬২	১৩২১৪	১০৪৬৩৬৫
স্বনির্ভর বাংলাদশ								
বিতরণ	১৬৫.৬	১৯.০৪	২৯.৩৬	৩৯.৮৬	৩৯.৪৬	৪০.৬৬	৬০.৭৫	৩৯৪.৭৩
আদায়	১২১.২৬	১৩.১	২১.৩১	৩১.৭২	৩৩.৩২	৩৪.৫৮	৪৩.৩৮	২৯৮.৬৭
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৬৮০৬০৫	১২৯২০	১০৮৫৮	৪৭৪৮২	৫৪৭৬৩	৫৪২১৭	৬২৯১৫	৯২৩৭৬০
মহিলা	৪৯৮৬১০	১০৬৮২	৭২৩৮	৪৩৭৩১	৪৯৬৮১	৫০৪২০	৩১৪০	৬৬৩৫০২
পুরুষ	১৮১৯৯৫	২২৩৮	৩৬২০	৩৭৫১	৫০৮২	৩৭৯৭	৫৯৭৭৫	২৬০২৫৮
কারিতাশ								
বিতরণ	৭৪.৮৪	২১.৪৭	৮৬.৪৬	৬২.৯৪	৫১.৪১	৯০.১৩	৬০.৪৩	৪৪৭.৬৮
আদায়	৪০.৫৫	১৮.১৪	৬৯.৮৪	৫২.১৭	৫৪.৮৯	৮২.৬৯	৫৮.৭৬	৩৭৭.০৪
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	২৪৬২৮৪	২৯০২৫	৫২৯৯৪	৪৪৭	৪৯৬১	৩৩৭২৭	১৮৬৫৭	৩৮৬০৯৫
টিএমএসএস (ক্রম)								
বিতরণ	৮৫.৫	১৫৩.২৬	২১৪.১৩	২৮৫.৫১	৩৭৫.৬৫	৫০৫.২২	৬৭০.৯৫	৭৫৫.২৯
আদায়	৬৬.৩৮	১১৮.৫৮	১৭৯.৯৩	২৪৬.৫৭	৩২৩.৯৩	৪৩৩.০২	৫৮০.৭২	৬৩৭.৮৪
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৬৩৪২৮	৯৭৮৪০	১১৮৯৯৯	৩৭৫.৬৫	১৭৮০২৫	২৩২৯৬৭	২৫৫৬৪০	২৭৮৫১৬
শক্তি ফাউন্ডেশণ								
বিতরণ	৩৭.৬৪	২৬.৯৬	৪১.৮৩	৫০.৬৫	৬১.১৩	৮৪.২৮	১০২.২১	৪০৪.৭
আদায়	২৬.৫৪	২১.১৬	৩৫.৩৬	৪৪.৩৯	৫৬.৪	৭০.৭১	৮৪.৭১	৩৩৯.২৭
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৩৯১৬০	৫০১৬০	৫৬৮৯০	৬৩১০০	৭৫১৩৭	১০০৪৬৪	১১৪৭০১	৪৯৯৬১২
ব্রুরো								
বিতরন	৫১.৪২	২৬.৯৯	৩০.১২	৪৬.৪৬	৬৯.৫৭	১০৮.২৭	১৫২.৮	৪৮৫.৬৩
আদায়	৩৪.০৪	২৭.৩৪	২৫.৮৩	৩৮.৮	৫৮.২৫	৯৩.৭৮	১৩২.৫২	৪১০.৫৬
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৭১৪৭৯	৬৭৩৫৭	৭৩২৬৫	৯৬৫৩৭	১২৪৪৪৬	১৮৪৬০৯	২২১৩৬৬	৮৩৯০৫৯
আরডিআরএস								
বিতরণ	১৩৫.৭৫	৩৪.০৯	৪০.৪৬	৩৮.৮৫	৩৬.৬১	৩৯.৩৩	৫০.৯৪	৩৭৬.০৩
আদায়	১০৩.৯৫	৩৬.১২	৩৭.৪২	৩৬.৬৮	৩৮.৫৪	৪২.২৫	৫৩.০৯	৩৪৮.০৫
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	২৬০৪৩৭	২৭৮৬৪৫	২৬৮৬১০	২৭৮২৮৯	২৯৫১৯০	২৮৬৪৯৫	৩০৭৮৯৭	১৯৭৫৫৬৩
মোট								
বিতরণ	**৫৬৯৫.১১**	**২৪২৬**	**৩০১৯.৯**	**৩৫৭২.৬**	**৪৫৯০.৪**	**৫৫৯৭.৯**	**৬৭২৬.৪৮**	**৩১৬২৮.৩৪**
আদায়	**৪৫৯২.৪৫**	**২০২৭.২**	**২৮০২.৮**	**৩২৫৩.৬**	**৪১২৯**	**৫০৪৬**	**৬১১০**	**২৭৯৬১.০১**

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৭৬ সালে বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণের মাধ্যমে তাদের আয়, পুঁজি ও সম্পদ গঠনের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ব্যাংক এর কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত ১৪৫৬টি শাখার মাধ্যমে ৬৩টি জেলার ৪৩৩টি উপজেলায় ৪৩.৫৩ লক্ষ সদস্যদের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২২,৫১৭.৫৯ কোটি টাকা। উক্ত সময় পর্যন্ত আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২০,৩৮১.৬০ কোটি টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের এ সময় পর্যন্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৩৭৯.৩১ কোটি টাকা। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ৫১,৬৮৭টি গ্রামের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৫৫% ইতোমধ্যে দারিদ্র সীমা অতিক্রম করেছে। সংগ্রামী সদস্য কর্মসুচির আওতায় গ্রামীণ ব্যাংক সমাজের হত দরিদ্র ভিক্ষুকদেরকে জামানতবিহীন ও সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক পাঁচ শতাংশ হার সুদে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ৫২৫৭ জন ছাত্রকে শিক্ষা ঋণ দিয়েছে। সদস্যরা বহুমুখী ব্যবসার পাশাপাশি মোবাইল ফোন ঋণ নিয়ে পল্লীফোন ব্যবসা করছেন। মোবাইল ফোনের বদৌলতে দেশের অভ্যন্তরে ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ১,০৯,০৯২টি পল্লীফোন থেকে এ সুবিধা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এ সুবিধা বিস্তৃত রয়েছে। মহিলাদের জন্য এ ব্যবসা খুবই লাভ ও সম্মানজনক।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের নিমিত্তে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) প্রতিষ্ঠিত হয়। PKSF তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমবায় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি বেসরকারী ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত। PKSF শুধুমাত্র একটি ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান নয়। প্রতিষ্ঠানটি তার সহযোগী সংস্থানসমূহকে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তাও দিয়ে থাকে। গোড়াপত্তনের পর থেকেই PKSF তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। ২০০৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে PKSF তার ২৩০টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ২০৯১.২১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে-যার মধ্যে সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা ঋণ বাবদ প্রদানকৃত ৯.৫৮ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ৫৩,৯৬,৮৯৪ জন। এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৪৮,৯২,২৬২ জন। সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে যেমন খুব ছোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্র্যাক, আশা প্রশিকা এবং আনসার ভিডিপি ব্যাংকের মতো বড় প্রতিষ্ঠান। PKSF এর শতকরা নব্বই ভাগ সুবিধাভোগী মহিলা। প্রতিষ্ঠানটি বরাবরই তার ঋণ আদায় হার ৯৮% এর উপরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। PKSF এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এই কার্যক্রম তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ ও কৌশলে বৈচিত্র এনেছে এবং তাদের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা আনয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন সম্পদ ও অধিকার তাদের প্রবেশাধিকার লাভে সহায়তা করেছে। দরিদ্র মানুষের নিজস্ব পছন্দ এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাদের মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধ বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। পূর্বে PKSF কেবল পল্লী ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করতো। এখন PKSF মূল স্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় চার ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। যথা (ক) পল্লীক্ষুদ্রঋণ; (খ) শহর ক্ষুদ্রঋণ; (গ) হতদরিদ্রদের জন্য ক্ষদ্রঋণ; এবং (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ (Microenterprise) ঋণ। প্রত্যেকটি Component-এর জন্য আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই নীতিমালা অনুসরণ করে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত মূল স্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৮৭২.৬৯ কোটি টাকা (ক্রমপূঞ্জীভূত) বিতরণ করা হয়েছে। দরিদ্রতমদের জন্য বিশেষ প্রকল্পঃ মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বাইরে PKSF বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পগুলো হলোঃ

- **দরিদ্রতমের মধ্যে ঋণ সুবিধা** পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং এই সংক্রান্ত একটি কার্যকর পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য হত দরিদ্রদের জন্য আর্থিক সেবা অর্থাৎ Financial Services for the Poorest (FSP) Project শীর্ষক প্রকল্প। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের আওতায় ১০.৪৩ কোটি টাকা (ক্রমপূঞ্জীভূত) বিতরণ করা হয়েছে।
- **গবাদি পশু ও হাঁসমূরগী পালনের** মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি করা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য Micro-Finance and Technical Support (MFTS) Project এবং Participatory Livestock Development Project (PLDP) মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের আওতায় ৮৪.৫৬ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জীভূত) বিতরণ করা হয়েছে।
- **যমুনা সেতু এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত** লোকদের জীবন ও জীবিকা পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে Training, Employment and Income Generating Program (TEIGP) in Jamuna Multi-Purpose Bridge Area মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ১.৪০ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জীভূত) বিতরণ করা হয়েছে।
- **দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত** মানুষের পুনর্বাসনের South-West Rehabilitation Loan Programme (SRLP) মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ৪৯.১৭ কোটি টাকা (ক্রমপূঞ্জীভূত) বিতরণ করা হয়েছে।
- **হতদরিদ্রদের** জন্য Integrated Food Assisted Development Project (IFADEP) এর আওতায় মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের আওতায় ৫.৯৫ কোটি টাকা (ক্রমপূঞ্জীভূত) বিতরণ করা হয়েছে।
- **হতদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ** ঃ চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠির (Hard core Poor) মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা প্রচলিত পদ্ধতির ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম নন। এরকম হতদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় PKSF -

এর অভিজ্ঞাতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরের জন্য হতদরিদ্রদের কর্ম সংস্থানের নিমিত্তে ক্ষুদ্রঋণ বাবদ অর্থায়নের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে যার মধ্য হতে ইতোমধ্যে ফাউন্ডেশন নমনীয় পরিচালনা পন্থা নির্ধারণ করেছে-যার মধ্যে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। PKSF হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১% এবং সহযোগী সংস্থা হতে উপকারভোগী পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০% সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত ৩৪ টি সংস্থার অনুকূলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা হতে ৪৪.৬২ কোটি টাকা ইতোমধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে।

- **ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ ঃ** পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন দেশের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রাগ্রসর ও সফল ক্ষুদ্র ক্ষণগ্রহীতাগণকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকান্ডের আওতায় নিয়ে আসছে। সরকার এ বছরের জাতীয় বাজেটে PKSF-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে যার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা পিকেএসএফ সরকার হতে গ্রহণ করতঃ মাঠে বিতরণ সুসম্পন্ন করেছে। সরকার হতে প্রথম পর্যায়ে প্রাপ্ত ২৫.০০ কোটি টাকার সাথে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল সংযোজন করে মার্চ-২০০৫ পর্যন্ত মোট ২৬.৮৭ কোটি টাকা ৭০টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আগামী ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে ৬৪টি জেলার আরও প্রায় ৫৫ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিকট আরও অতিরিক্ত ২২৫ কোটি টাকার ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের ঋণ সুবিধা পৌঁছানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ঃ গ্রাম বাংলার কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের'কে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে পল্লী দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষক সমবায় সমিতি (KSS) ও ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের অনানুষ্ঠানিক দল এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে রয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন এবং মহিলা উন্নয়নসহ পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচী। শুরু থেকে ২০০৪-০৫ অর্থ বৎসরের মার্চ ২০০৫ ইং পর্যন্ত ৪৬৫টি উপজেলায় ৭৮২৫৮ টি সমিতি/গ্রুপের অধীনে ২০৮৯৪১৪ জন সুবিধাভোগীকে ৩১৭০.১১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায় করা হয়েছে ২৪৪১.৭১ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচনে এডিপি'র অধীনে ১৫২টি উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প, ১২৩টি উপজেলায় পল্লী দরিদ্র বিমোচন কর্মসূচি, সমগ্র বাংলাদেশে ৪৬৫টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে ইউনিয়নে পল্লী প্রগতি প্রকল্প এবং দেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলায় দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও সরকারের রাজস্ব বাজেটের অধীনে ১০০টি উপজেলায় সমন্বিত মাহিলা উন্নয়ন কর্মসূচীর (সমক) কাজ চলছে, পাশাপাশি ৩৪৯ টি উপজেলায় দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক), ১৩৯ টি উপজেলায় সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও ৩৭৭টি উপজেলায় ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের (গ্রামীণ ব্যাংক, পিকেএসএফ, বিআরডিবি) ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি সারণি ১৩.১৮ এ দেখা যেতে পারে।

সারণি ১৩ঃ১৮ তিনটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠান	জুন'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ মার্চ '০৫	মার্চ '০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত
গ্রামীণ ব্যাংক								
বিতরণ	১১৬৭২.৪৬	১৪৩১.৬২	১৬০০.৭৯	১৪৩৬.২৫	১৮৭৯.৮১	২৩৩৫.৬২	২১৬১.০৪	২২৫১৭.৫৯
আদায়	১০১৬২.১৬	১৬২৬.৩২	১৬০১.২২	১৫২৯.৫৫	১৬৭৬.৩৩	১৯৮০.১৫	১৮০৫.৮৬	২০৩৮১.৬০
আদায়ের হার	৯২.২৮	৮৮.৭৭	৮৯.১৮	৯৮.২৯	৯৯.০০	৯৯.৯৬	৯৮.৮৯	৯৮.৮৯
শাখার	১১৪১	১০	১৯	৫	৭	৭৬	১৫৯	১৪১৭
গ্রামের	৩৯৩৯৫	৬৭১	২৭১	৩৫৬	১৯১৮	৩২৯৮	৫০২৭	৫০৯৩৬
সুবিধাভোগী	২৩৬৯৪৫৮	২৩৭৭৮৭২	২৩৮৯৩৮৭	২৩৬৭৬৪১	২৭৮৬৭৪৮	৩৬২৬৯৩৭	৪৩৫৩২৩৯	৪৩৫৩২৩৯
মহিলা	২২৪৫৭৬২	২২৫৪৯৩৬	২২৬৬৭৫১	২২৫১০৪০	২৬৫৭১০৫	৩৪৬৮১৪৭	৪১৭২০২৩	৪১৭২০২৩
পুরুষ	১২৩৬৯৬	১২২৯৩৬	১২২৬৩৬	১১৬৬০১	১২৯৬৪৩	১৫৮৭৯০	১৮১২১৬	১৮১২১৬
পিকেএসএফ								
বিতরণ	৫৭৯.০৮	২৪৭.৮১	১২০.৪৩	২৫৫.৫৪	৩০৪.১০	৩৪০.৫৬	২৪৩.৭০	২০৯১.২২
আদায়	১৫৪.৮৫	৫৯.৬৭	৭৯.৭২	১০৪.৪৭	১৬০.৩৯	২৪৩.০০	২৪৫.৭৭	১০৪৭.৮৭
আদায়ের হার	৯৮.০০	৯৮.২০	৯৮.৪০	৯৮.৪৩	৯৮.৪১	৯৮.১৭	৯৭.৪০	৯৭.৪০
সহযোগী	১৮২	১৮৯	১৯৯	২০৫	২১৩	২১৯	২৩০	২৩০
সুবিধাভোগী	১৫৭৭৬৮১	২৩১৪৩৭৮	২৬২৯১৭৪	৩৮৫৭৩৫৭	৪৪৮৫৮৩২	৫১০৪৯৪০	৫৩৯৬৮৯৪	৫৩৯৬৮৯৪
মহিলা	১৪৪১৯২৮	২০৯০৬৩৮	২৩৯৮০৮২	৩৩৮৯৫৬৬	৩৯৯৯৩৩২	৪৬২১২৬০	৪৮৯২২৬২	৪৮৯২২৬২
পুরুষ	১৩৫৭৫৩	২২৩৭৪০	২৩১০৯২	৪৬৭৭৯১	৪৮৬৫০০	৪৮৩৬৮০	৫০৪৬৩২	৫০৪৬৩২
বিআরডিবি								
বিতরণ	১৪৮২.০৩	৩৪৫.৭৫	২৪৮.৯২	৩২৪.৪১	৩৫৫.০৪	৪০৯.৩০	৪২০.২৩	৩১৭০.১১
আদায়	১২১৬.১১	২৭৬.২৪	২৩৫.৬১	২৯০.০১	৩১২.৫৪	৩১৯.৬৬	৩১৮.৪১	২৪৪১.৭১
আদায়ের	৯১	৮৯	৯৫	৯১	৯০	৯৪	৮১	৯৬
সমিতি			-					৭৮২৫৮
সুবিধাভোগী			-					২০৮৯৪১৪
মহিলা			-					১৪২০৮০২
পুরুষ			-					৬৬৮৬১২

উৎসঃসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০২-০৩ - এর তথ্যমতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের স্ব -স্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচিতে স্ব-কর্মসংস্থান ও আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণদান কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে এসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষমাত্রার অন্যূন শতকরা ২৫ ভাগ দারিদ্র বিমোচনের জন্য নির্ধারিত রাখতে হয়। দারিদ্র বিমোচনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও অংশগ্রহণ করছে। এ কর্মসূচির অধীনে ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষককে ঋণ সরবরাহ করা হয়। গঝঘসহ বিভিন্ন সংস্থার (পূর্বোল্লিখিত) মাধ্যমে এ ঋণ সরবরাহ করা হয় এবং এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কর্মসূচিও রয়েছে। সারণি ১৩.১৯-এ কয়েকটি ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ দেখানো হয়েছে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১১,৪৫১.৫৪ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৯৬১৬.৮১ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৮৩.৯৮ শতাংশ ।

সারণি ১৩.১৯ঃ জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি *

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক	১৯৯৮-৯৯ ক্রমপুঞ্জীভূত	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ মার্চ'০৫	মার্চ'০৫ ক্রমপুঞ্জীভূত
সোনালী								
বিতরণ	৩৩৬৪.৩৩	১৬৭.৪৫	৩৩০.৪৩	৩০৭.৫৭	৩৬১.৫৭	৪৬০.১৮	৪১৭.৩৯	৫৪০৮.৯২
আদায়	২৮৮৮.৪৯	২৪৩.৯২	৩৪৫.৫	৪৩৪.৩৬	৪৩৪.৭	৫৪৭.৭৯	৩৩৪.১	৫২২৮.৮৬
আদায়র হার (%)	৮৫.৮৬	১৪৫.৬৭	১০৪.৫৬	১৪১.২২	১২০.২৩	১১৯.০৪	৮০.০৫	৯৬.৬৭
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	০	০	০	০	০		১২৩৭৩৯	৪৫৮৫০৯৫
অগ্রণী ব্যাংক								
বিতরণ	৯৩২.৭১	১২৯.০৪	৯১.৩৪	১০২.৩৯	১২১.৫১	১০১.৭১	১১৪.৪	১৫৯৩.১
আদায়	৮৭৪.০৯	১২৫.১১	১১৩.৭৪	১১২.৭৭	১২৯.৪৭	১৩০.৯৬	৮১.০৬	১৫৬৭.২
আদায়র হার (%)	৯৩.৭২	৯৬.৯৫	১২৪.৫২	১১০.১৪	১০৬.৫৫	১২৮.৭৬	৭০.৮৬	৯৮.৩৭
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	২৬৪৩৪০৫	১৪৪০১৯	৭৫৪৮৫	৭৬৬১৬	৯১৪৩৭	২৯৫২৪	৩৩৬০৩	৩০৯৪০৮৯
জনতা ব্যাংক								
বিতরণ	১২৫৮.২১	১১১.৯২	১৩১.৯৩	১১৩.২৯	১২৬.১	২২৭.৪৭	১৩৩.৭০	২১০২.৬২
আদায়	১০৭৭.৯১	১১৬.৮৯	১২৭.৩১	১১৯.৫৩	১২০.৯	১৬৩.৫২	৭৩.৭৪	১৭৯৯.৮০
আদায়র হার	৮৫.৬৭	১০৪.৪৪	৯৬.৫০	১০৫.৫১	৯৫.৮৮	৭১.৮৯	৫৫.০০	৮৫.৬
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৩৪১৮১৩	৮৮৭৭৮	৮৯৫০০	৮৮৪০০	৯৭০০০	১২৯৯০৮	১৩২৯৭	৮৪৮৬৯৬
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক								
বিতরণ	৪৮৫.৯৭	১২৩.৩৯	১২০.৩৬	৯০.৯২	৯৩.৫৮	৬৮.১৬	৩৯.৮৯	২১০৩.৮৯
আদায়	৩৪৫.৮৩	১১৮.১৭	১১৮.১৮	১০১.৪৪	৯৮	৪৬.৬	২০.৭১	৮৪৮.৯৩
আদায়র হার (%)	৭১.১৬	৯৫.৭৭	৯৮.১৯	১১১.৫৭	১০৪.৭২	৬৮.৩৭	৫১.৯২	৪০.৩৫
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	১০৫১৯১৭	১৩৪৫৫৬	১২০৮৮২	৮৭২৭৪	৮০২৮৯	৬০৯৮৭	৪০১০৫	১৫৭৬০১০
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক								
বিতরণ	৮৫.৫৪	২১.৪৩	২১.৮১	১৮	১৩.৬৪	১৭.৯৭	২৫.০২	২০৩.৪১
আদায়	৫৯.৭১	১৪.৭১	১৭.০৬	১৭.৮৪	১৩.৪৭	১২.৪৭	১০.৩৭	১৪৫.৬৩
আদায়র হার (%)	৬৯.৮০	৬৮.৬৪	৭৮.২২	৯৯.১১	৯৮.৭৫	৬৯.৩৯	৪১.৪৫	৭১.৫৯
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৯৪০৪৭	২২৫৬০	২২৯৫০	২৫২৮৭	১১২৩৪	১৮৫৯৭	২৮৫৬০	২২৩২৩৫
রূপালী ব্যাংক								
বিতরণ	১৮.৫২	০.৯১	১.০৫	১.০৬	২.২৪	৫.১৭	১০.৬৫	৩৯.৬
আদায়	১৭.১৬	০.৮২	১.১	১.০৯	০.৮২	২.০৫	৩.৩৫	২৬.৩৯
আদায়র হার (%)	৯২.৬৬	৯০.১১	১০৪.৭৬	১০২.৮৩	৩৬.৬১	৩৯.৬৫	৩১.৪৬	৬৬.৬৪
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	২৫১৯৫	১৩০২	১১৮৯	১৬৭৬	২১৮৮	২৪২৭	৪২৪৫	৩৮২২২
মোট								
বিতরণ	**৬১৪৫.২৮**	**৫৫৪.১৪**	**৬৯৬.৯২**	**৬৩৩.২৩**	**৭১৮.৬৪**	**৮৮০.৬৬**	**৬০৭.৩৫**	**১১৪৫১.৫৪**
আদায়	**৫২৬৩.১৯**	**৬১৯.৬২**	**৭২২.৮৯**	**৭৮৭.০৩**	**৭৯৭.৩৬**	**৯০৩.৩৯**	**৪৪৯.৫৯**	**৯৬১৬.৮১**
আদায়র হার (%)	৮৫.৬৫	১১১.৮২	১০৩.৭৩	১২৪.২৯	১১০.৯৫	১০২.৫৮	৭৪.০২	**৮৩.৯৮**
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৪১৫৬৩৭৭	৩৯১২১৫	৩১০০০৬	২৭৯২৫৩	২৮২১৪৮	২৪১৪৪৩	২৩০২৫২	**১০৩৬৫৩৪৭**

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ * সারণিতে আদায়ের হার ধরা হয়েছে নিম্নরূপঃ আদায়ের হার = (আদায়/বিতরণ)* ১০০

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিঃ

জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা ৯,০৪,৩১৩ জন এবং ক্রমপুঞ্জীভুত ঋণ বিতরণ **১১৫১.০৮** কোটি টাকা। **আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক** বিপুল সংখ্যক সদস্য/সদস্যাদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাসহ তাঁদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ব্যাংক বর্তমানে ৬০টি খাতে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ বিনা জামানতে প্রদান করছে এবং মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভুত ৩৮৭.৫৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। **ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড** মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ৪৫৬.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। **দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড** সেনাবাহিনীর সদস্যদের কল্যাণে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে, মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত **১৭৬.০০** কোটি টাকা বিতরণ করে। **বেসিক ব্যাংক লিমিটেড** মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ৮২.০৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। একই সময়ে **সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড** ৩৪.৪৯ কোটি টাকা এবং **ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড** ১৪.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ করে।

সারণি ১৩.২০ঃ অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

ব্যাংক	সুবিধা ভোগীর সংখ্যা			বিতরণ মার্চ '০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত (কোটি টাকা)	আদায়ের হার %
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৩৫৪১০৩	৯৯৮৭৪	৪৫৩৯৭৭	৩৮৭.৫৮	৯৭.৪০
সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৫৪৫৮	৪১০৮	১৯৫৬৬	৩৪.৪৯	৯৫.০০
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৬১৬৫	২১২২২	১৮২৮৭	১৪.৫৫	৯৮.৫০
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৬৩০৭৮	১০০২২	১৭৩১০০	৪৫৬.৩৮	৯৯.০০
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১১২	২৯২৭১	২৯৩৮৩	১৭৬.০০	৯৩.০০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৬৫০০০	১৪৫০০০	২১০০০০	৮২.০৮	৯৮.০০
মোট	**৪৪০৮৩৮**	**২৯৯৪৭৫**	**৯০৪৩১৩**	**১১৫১.০৮**	--

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

প্রশাসনিক বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। ডিসেম্বর ২০০৪পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ **৬,০৬৭.০৮** কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ **৫,০০৪.৪১** কোটি টাকা। দারদ্রি বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে স্মল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কমিউনিটি লাইভস্টক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

সারণি ১৩.২১ঃ প্রশাসনিক বিভাগে ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	ক্রমপুঞ্জীভূত জুন' ২০০১ পর্যন্ত	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ ডিসে,০৪	ক্রমপুঞ্জীভূত ডিসে,০৪
	ব্যাংকিং অনুবিভাগ						
	বিতরণ	৭৮.৩৫	২৩.৩৮	২২.৬৫	২৩.২৩	১১.২২	১৫৮.৮৩
	আদায়	৫২.৭৮	১৯.৪৩	২৩.৯২	২৫.৫৬	১৩.৪৪	১৩৫.১৩
	হার (%)	৬৭.৩৬	৮৩.১১	১০৫.৬১	১২৪.৮৯		৮৫.০৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**						
	বিতরণ	২০৭৬.৭০	৩২৪.৪১	৩৫৫.০৪	৪০৯.৩০	২৭৬.৭০	৩৪৪২.১৫
	আদায়	১৭২৭.৯৬	২৯০.০১	৩১২.৫৪	৩১৯.৬৬	১৮৮.৮২	২৮৩৮.৯৯
	হার (%)	৮৩.২১	৮৯.৪০	৮৮.০৩	৯৪	৯৬	৮২.৪৮
	বিএআরডি						
	বিতরণ	৬৬.০৬	৮.২৩	৭.৯৭	৭.৫১	১.২৩	৯১
	আদায়	৬০.১০	৮.৩১	৮.৩১	৯.৫৮	১.৫৪	৮৭.৮৪
	হার (%)	৯০.৯৮	১০০.৯৭	১০৪.২৭	১২৭.৫৬	১২৫.২	৯৬.৫৩
	আরডিএ						
	বিতরণ	৫.৪৫	১.৫০	১.৩০	১.৪৩	০.৯৩	১০.৬১
	আদায়	৫.২২	১.৪৪	১.২০	১.২২	০.৯৪	১০.০২
	হার (%)	৯৫.৭৮	৯৬.০০	৯২.৩১	৮৫.৩১	১০০.৯১	৯৪.৪৪
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**মহিলা বিষয়ক অদিপ্তর**						
	বিতরণ	১৮৪.৯৫	১০.৫২	১২.৮৬	১১.১৩	১৩.৮৫	২৩৩.৩১
	আদায়	১১১.১২	৯.৬৪	১১.৫৯	১০.৩৪	৮.১০	১৫০.৭৯
	হার (%)	৬০.০৮	৯১.৬৩	৯০.১২	৯২.৯৩	৫৮.৪৭	৬৪.৬৩
	জাতীয় মহিলা সংস্থা						
	বিতরণ	১৮.১৪	১.০৮	১.২৫	০.৬৬	২.৫৪	২৩.৬৭
	আদায়	১০.৭২	৩.৯৫	৫.৫৬	১.০৪	০.৫৪	২১.৮১
	হার (%)	৫৯.১০	৩৬৫.৭৪	৪৪৪.৮০	২০২.০৪	১০২.৫৪	৯২.১৪
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	**সমাজ কল্যাণ অধি**						
	বিতরণ	৪২৫.২৪	৪৭.৯৩	৪৬.০০	৫৬.৬৯	২৬.১৮	৬০২.০৪
	আদায়	৩৮৮.৯২	৪৩.১৫	৪০.০৯	৫১.৩৩	২৪.০৯	৫৪৭.৫৮
	হার (%)	৯১.৪৬	৯০.০৩	৮৭.১৫	৯১	৯২	৯০.৯৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**বিএমইটি**						
	বিতরণ	১২.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২.১৯
	আদায়	১৪.৬২	৭.৭২	৪.০৭	০.০০	০.০০	২৬.৪১
	হার (%)	১১৯.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২১৬.৬৫
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	বিতরণ	৪.০৫	২.৭৮	২.১৬	০.০০	০.০০	৮.৯৯
	আদায়	৩.৮২	২.১৮	১.৬৯	০.০০	০.০০	৭.৬৯
	হার (%)	৯৪.৩২	৭৮.৪২	৭৮.২৪	০.০০	০.০০	৮৫.৫৪
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	**মৎস্য অধিদপ্তর**						
	বিতরণ	১৪.৯৬	১০.৪০	৭.৮২	১৫.২৩	৮.৯৮	৫৭.৩৯
	আদায়	৮.৬৬	৬.২২	২.১০	৫.১৪	৮.১০	৩০.২২
	হার (%)	৫৭.৮৯	৫৯.৮১	২৬.৮৫	৩৩.৭৫	৯০.৫০	৫২.৬৬
	পশুসম্পদ অধিদপ্তর						
	বিতরণ	৭৩.৮১	১৩.১৪	৯.১০	৩৭.৩০	৬.২৮	১৩৯.৬৩
	আদায়	৫৭.৫৬	১২.৪৯	৮.৮৮	৮.৪৬	৪.৫২	৯১.৯১
	হার (%)	৭৭.৯৮	৯৫.০৫	৯৭.৫৮	২৩	৭২	৬৫.৮২
শিল্প মন্ত্রণালয়	**বিসিক**						
	বিতরণ	১০৪.৭৭	২৩.১৯	২৯.৭৪	২৮.২০	৮.২৮	১৯৪.১৮
	আদায়	৮২.০৬	১৮.৪৫	৪৮.৪০	২৭.১৯	১৭.৬৮	১৯৩.৭৮
	হার (%)	৭৮.৩২	৭৯.৫৬	৯১.৩২	৯০.০০		৯৯.৭৯
	সিরোটসি ট্রাস্ট						
	বিতরণ	১৩.৫৫	১.১৬	১.৬৬	৭.৬৪	৪.৭৯	২৮.৮
	আদায়	১০.০২	০.৯৭	১.১০	৪.১১	২.৮৮	১৯.০৮
	হার (%)	৭৩.৯৫	৮৩.৬২	৬৬.২৭	৪৬.৭৬	৬৭	৬৬.২৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**						
	বিতরণ	২.৯৪	০.১৯	০.১৭	০.২৬	০.২৬	৩.৮২
	আদায়	৩.১০	০.২১	০.১৮	০.২৮	০.০০	৩.৭৭
	হার (%)	১০৫.৪৪	১০৫.৬৭	১০৫.৮৮	০.০০	০.০০	৯৮.৬৯
	কৃষি সম্প্রঃ অধিদপ্তর						
	বিতরণ	৫০.২২	৩৩.৯০	৭৪.৯৫	১৪৭.৪৬	৩৩.২২	৩৩৯.৭৫
	আদায়	৩৬.২৫	২৪.১৩	৫৬.০৮	৯৯.৫৩	১৯.৫৬	২৩৫.৫৫
	হার (%)	৭২.১৮	৭১.১৮	৬৬.২২	৬৭.৫৩	৫৮.৮৮	৬৯.৩৩
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৪৯.৮৭	৮.৯৯	৯.৬০	০.০০	৬.১২	৭৪.৫৮
	আদায়	৩৯.৩১	৭.৯২	৮.২০	০.০০	৪.০২	৫৯.৪৫
	হার (%)	৭৮.৮২	৮৮.১০	৮৫.৪২	০.০০	৬৫.৬৮	৮৫.৭৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	**স্থানীয় সরকার বিভাগ**						
	বিতরণ	২৮.৩৭	১৩.৫০	১২.৯৮	১.৩৩	০.৭৪	৫৬.৯২
	আদায়	১১.৯৪	৩.২১	৭.৫৭	১.০৩	০.৭০	২৪.৪৮
	হার (%)	৪২.০৯	২৩.৭৮	৫৮.৩২	৭৭.৪৪	৯৪.৫৯	৪৩.০১
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**						
	বিতরণ	৪২৩.৪২	৩৫.৯৯	৫২.২২	৩৪.৬৫	২৩.৬৫	৫৬৯.৯৩
	আদায়	৩২২.৫৭	৫৫.০৯	৫০.৩১	৩৩.২৭	২০.৩০	৪৮১.৫৪
	হার (%)	৭৬.১৮	১৫৩.০৭	৯৬.৩৪	৯৬	৮৫.৮৪	৮৪.৪৯
বস্ত্র মন্ত্রণালয়	**তাঁত বোর্ড**						
	বিতরণ	৮.৮৭	৭.১০	৫.৬১	৮.০৭	৫.৪৯	৩৫.১৪
	আদায়	১.৮৬	২.২০	২.৯৫	৩.৬২	১.৪৪	১২.০৭
	হার (%)	২০.৯৭	৩০.৯৯	৫২.৫৮	৫১.৫৭	৩৬.২৭	৩৪.৩৫
মোট	বিতরণ	**৩৬৪১.৯১**	**৫৬৭.৪০**	**৬৫৩.০৮**	**৪৩৩.৭৩**	**৪২৭.৬২**	**৬০৬৭.০৮**
	আদায়	**২৯৪৮.৫৯**	**৫১৬.৭২**	**৫৯৪.৭৪**	**৩৩৭.২৩**	**৩১৮.৭৮**	**৫০০৪.৪১**

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান